অন্ত্য-লীলা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ। | আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রেমদীক্ষাং প্রেমোপদেশম্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই ষোড়শ-পরিচ্ছেদে কালিদাসের আচরণ দ্বারা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনের মাহাত্ম্য, সপ্তমবর্ষবয়সে পুরীদাস কর্ত্তৃক কৃষ্ণবর্ণনাত্মক শ্লোকরচনা, শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ-গুণ-বর্ণনা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। **অন্বয়।** যঃ (যিনি) কৃষ্ণভাবামৃতং (কৃষ্ণভাবামৃত) আস্বাদ্য (স্বয়ং আস্বাদন করিয়া) ভক্তান্ (ভক্তগণকে আস্বাদয়ন্ (আস্বাদন করাইয়া) প্রেমদীক্ষান্ (প্রেমোপদেশ) অশিক্ষয়ৎ (শিক্ষা দিয়াছেন) [তং] (সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) বন্দে (বন্দনা করে)।

অনুবাদ। যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকেও আস্বাদন করাইয়াছেন, এবং আস্বাদন করাইয়াই তাঁহাদিগকে প্রেমোপদেশ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি। ১

কৃষ্ণভাবামৃতং—শ্রীকৃষ্ণের যে ভাব বা প্রেম, তদ্রূপ যে অমৃত, তাহা; কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমৃত। **প্রেমদীক্ষাং**—প্রেমোপদেশ; কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধীয় উপদেশ।

উপদেশ তিন রকমের হইতে পারে। প্রথমতঃ, অন্যের মুখে শুনিয়া, কিম্বা পুস্তকাদিতে দেখিয়া কোনও বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। যে ব্যক্তি অমৃত কখনও নিজে আস্বাদন করেন নাই—দেখেনও নাই, তিনি যদি অমৃত ও তাহার গুণাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহা হইলে সেই উপদেশই প্রথম রকমের উপদেশ হইবে। এস্থলে, উপদেশের বিষয় সম্বন্ধে উপদেষ্টার কোনওরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই নাই; এরূপ উপদেশ সাধারণতঃ বিশেষ ফলদায়ক হয় না; উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে উপদেষ্টা কোনওরূপ পরিষ্কার ধারণাও হয়তো জন্মাইতে পারেন না; কারণ, তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই অভিজ্ঞতামূলক ধারণার অভাব। দ্বিতীয়তঃ, উপদেশের বিষয় সম্বন্ধে যাঁহার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহার মুখের উপদেশ। যিনি নিজে অমৃত দেখিয়াছেন, এবং আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহার মুখে অমৃত-সম্বন্ধীয় উপদেশই দ্বিতীয় রকমের উপদেশ; এইরূপ উপদেশ প্রথম রকমের উপদেশ অপেক্ষা অধিকতর ফলদায়ক; এস্থলে, উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে উপদেষ্টার নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভব আছে; যাহাতে সেই বিষয়-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর চিত্তে একটা ধারণা জন্মিতে পারে, উপদেষ্টা তদনুকূলভাবে বিশদ বর্ণনাদিও দিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ উপদেশেও উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অনুভব লাভ সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে যাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভব আছে এবং যিনি সেই বিষয়-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরও অভিজ্ঞতা এবং অনুভব জন্মাইয়া দেন,

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এইমত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণসঙ্গে সদা প্রণয়-বিহ্বলে ॥ ২
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৩
তাঁসভার সঙ্গে প্রভুর চিত্তবাহ্য হৈল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥ ৪
তাঁসভার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনু তেঁহো নাহি কহে আন ॥ ৫
মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥ ৬
কৌতুকে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি পাশক চালায় ॥ ৭
রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈলা বুড়া ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁহার মুখের উপদেশ। যিনি নিজে অমৃত আস্বাদন করিয়াছেন এবং শিক্ষার্থীকেও অমৃত আস্বাদন করাইয়া তার পরে, অথবা আস্বাদন করাইবার সঙ্গে সঙ্গেই, অমৃত সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাঁহার উপদেশই তৃতীয় রকমের উপদেশ। ইনি উপদেশের বিষয়-সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অনুভব জন্মাইয়া দিয়া উপদেশ দেন; তাই তাঁহার উপদেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ফলপ্রদ।

কৃষ্ণপ্রেম-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশও ছিল এই তৃতীয় রকমের উপদেশ। ভক্তভাবে তিনি নিজে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিয়াছেন, করিয়া তাহা তিনি ভক্তবর্গকেও আস্বাদন করাইয়াছেন এবং আস্বাদন করাইয়া কারাইয়াই তিনি কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশের বিষয়টী সম্বন্ধে তিনি ভক্তদের চিত্তে প্রত্যক্ষ অনুভব জন্মাইয়া দিয়াছেন।

২। **প্রণয়-বিহ্বল**—কোনও কোনও গ্রন্থে "প্রেম-বিহ্বল" পাঠ আছে।

৩। **বর্ষান্তরে**—এক বৎসর অন্তে।

৪। **চিত্ত-বাহ্য**—চিত্তের বাহ্যদশা; রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়ের ভক্তগণের নীলাচলে আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রভুর চিত্ত সর্ব্বদাই ব্রজের ভাবে আবিষ্ট থাকিত।

৫। **কালিদাস নাম**—কালিদাস-নামক জনৈক ভক্ত। **আন**—অন্য কথা।

৬। **কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কেতে** ইত্যাদি—ব্যবহারিক বিষয়ে যখন অন্য কথা বলার প্রয়োজন হইত, কালিদাস তখনও অন্য কথা বলিতেন না, কৃষ্ণ-নামের সঙ্কেতেই তখনও কাজ চালাইতেন। যেমন, কোনও কাজের নিমিত্ত যদি কাহাকেও ডাকিতে হইত, তখন তাহাকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া "হরে কৃষ্ণ", কি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া উচ্চ শব্দ করিতেন। তাহাতেই লোকে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিত। এখনও কোনও কোনও ভক্ত এই ভাবে আহ্বানাদি করিয়া থাকেন।

ব্যবহার—বৈষয়িক কার্য্য।

৭। **কৌতুক**—পরিহাসবশতঃ, পাশা খেলায় আনন্দ-লাভের নিমিত্ত নহে।

কৌতুকবশতঃ পাশা খেলার সময়েও হয় তো কালিদাস শ্রীরাধাগোবিন্দের পাশক-ক্রীড়ারূপ লীলার চিন্তাই করিতেন।

৮। **জ্ঞাতি-খুড়া**—কালিদাস রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতি ছিলেন এবং সম্পর্কে রঘুনাথের খুড়া হইতেন। **হৈলা বুড়া**—বাল্যকাল হইতেই তিনি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে যত্নবান ছিলেন; এইরূপ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে করিতেই তিনি এখন বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছেন।

গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ।
সভার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিয়াছেন ভোজন ॥ ৯
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥ ১০
তাঁর ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাহাঁও না পায় যবে, রহে লুকাইয়া ॥ ১১
ভোজন করিয়া পাত্র পেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায় ॥ ১২
শূদ্রবৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা।
এই মত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥ ১৩
ভূমিমালিজাতি-বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তাঁর স্থান ॥ ১৪
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥ ১৫
পত্নীর সহিতে তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহুত সম্মান কৈল কালিদাসে দেখিয়া ॥ ১৬
ইষ্টগোষ্ঠী কথোক্ষণ করি তাঁর সনে।
ঝড়ুঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে—॥ ১৭
আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব আমি তোমার সেবন? ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০। **যত ছোট বড় হয়**—ছোট বড় বিচার না করিয়া সকলের উচ্ছিষ্টই কালিদাস গ্রহণ করিতেন। বৈষ্ণবদের গৃহে যাওয়ার সময় তিনি কিছু ভোগের দ্রব্য উপহার লইয়া যাইতেন।

ভেট—উপহার। **তাঁর ঠাঞি**—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকটে।

১১। **তাঁর ঠাঞি**—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকটে। **শেষ পাত্র**—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাত্র। **মাগিয়া**—যাচ্ঞা করিয়া। **কাহাঁও না পায়**—যাচ্ঞা করিলেও দৈন্যবশতঃ যদি কোনও বৈষ্ণব তাঁহাকে শেষপাত্র না দিতেন।

১২। যাচ্ঞা করিলেও যদি কোনও বৈষ্ণব কালিদাসকে তাঁহার উচ্ছিষ্ট না দিতেন, তবে কালিদাস লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিতেন, কোন্ স্থানে তাঁহার উচ্ছিষ্টাদি ফেলা হইত; সুযোগ বুঝিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-পাত্র আনিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত জিহ্বায় চাটিয়া খাইতেন।

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের অসাধারণ শক্তি; ইহা প্রেমভক্তি দান করিতে সমর্থ। ঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন, "বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ।" এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারও বলিয়াছেন—"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল। ভক্ত-ভুক্ত অবশেষ—এই তিন মহাবল। ৩।১৬।৫৫॥" "পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনম্।—গরুড়-পুরাণ।" "উচ্ছিষ্ট-লেপাননুমোদিতোঃ দ্বিজৈঃ, সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ॥—শ্রীমদ্ভাগবত। ১।৫।২৫॥"

১৪। **ভূমি-মালি-জাতি-বৈষ্ণব** ইত্যাদি—ঝড়ুঠাকুর-নামে এক বৈষ্ণব ছিলেন; ভূমি-মালি-জাতিতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

কালিদাস যে বৈষ্ণবের জাতি-বিচার না করিয়া উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেন, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন। ভূমি-মালিজাতি সামাজিক হিসাবে অনাচরণীয়; তথাপি কালিদাস অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ঝড়ুঠাকুরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তেঁহো—কালিদাস। **তাঁর স্থান**—ঝড়ুঠাকুরের বাড়ীতে।

১৬। **বহুত সম্মান কৈল**—ঝড়ুঠাকুর এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই কালিদাসকে অত্যন্ত সম্মান করিলেন।

১৭। **ইষ্টগোষ্ঠী**—কৃষ্ণকথা।

১৮। "আমি নীচ-জাতি" হইতে দুই পয়ার ঝড়ুঠাকুরের উক্তি।

অতিথি সর্ব্বোত্তম—সৎকুলোদ্ভব অতিথি; সুতরাং আমার অন্ন-জলাদি তোমার স্পর্শের অযোগ্য।

আজ্ঞা দেহ, ব্রাহ্মণঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাহাঁ তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে॥ ১৯
কালিদাস কহে—ঠাকুর ! কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইলুঁ মুঞি পতিত পামরে॥ ২০
পবিত্র হইলুঁ মুঞি পাইলুঁ দর্শন।
কৃতার্থ হইলুঁ, মোর সফল জীবন॥ ২১
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পাদরজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর॥ ২২
ঠাকুর কহে—ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচজাতি, তুমি সুসজ্জনরায়॥ ২৩
তবে কালিদাস শ্লোক পঢ়ি শুনাইল।
শুনি ঝড়ুঠাকুরের সুখ বড় হৈল॥ ২৪

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—
ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥ ২

তথাহি (ভাঃ ৭।৯।১০)—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৩

তথাহি তত্রৈব (৩।৩৩।৭)—
অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯। **তাহাঁ**—ব্রহ্মণের ঘরে। **জীয়ে**—জীবিত থাকি।

ঝড়ুঠাকুর কালিদাসকে বলিলেন—"তুমি উচ্চকুলজাত, তাই আমার পূজ্য ; তাতে আবার তুমি আমার অতিথি, অতিথি সর্ব্ব-দেবতাময় ; কিন্তু আমি নীচ, অস্পৃশ্য ; আমি যে কোনও প্রকারে তোমার সেবা করিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তুমি যদি অভুক্ত চলিয়া যাও, তাহা হইলেও আমার অপরাধ হইবে। কিন্তু আমি এমনি নীচ জাতি যে, আমার গৃহে তুমি রন্ধন করিয়া খাইলেও তোমাকে সমাজে পতিত হইতে হইবে ; তাই আমার প্রার্থনা—তুমি আদেশ দাও, আমি ব্রাহ্মণের ঘরে তোমার আহারের বন্দোবস্ত করি ; তুমি অভুক্ত চলিয়া গেলে আমার মৃত্যুতুল্য কষ্ট হইবে।"

২০-২২। ঝড়ুঠাকুরের কথা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন—"ঠাকুর ! আমি নিতান্ত পতিত, অত্যন্ত পাষণ্ডী ; তোমার চরণ দর্শন করিয়া পবিত্র হইবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি ; আমার প্রতি তুমি কৃপা কর, ইহাই প্রার্থনা। তোমার দর্শন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইল। ঠাকুর ! কৃপা করিয়া আমার একটী বাসনা পূর্ণ কর—আমাকে তোমার পাদরজঃ দিয়া কৃতার্থ কর ; আমার মাথায় তোমার শ্রীচরণ ধারণ কর।"

পাদরজ—পায়ের ধূলা। **পাদ**—চরণ।

২৩। **বাত**—কথা। **না জুয়ায়**—যোগ্য হয় না। **সুসজ্জনরায়**—উত্তমবংশে তোমার জন্ম।

২৪। **সুখ**—"ন মে ভক্তঃ" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে ভক্তের মহিমা শুনিয়াই ঝড়ুঠাকুরের সুখ হইয়াছিল ; নিজের মহিমা শুনিয়া তাঁহার সুখ হয় নাই।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১১।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের পূজ্যত্ব যে জাতিকুলাদির অপেক্ষা রাখে না, সামাজিক হিসাবে অতি হীনকুলে যাঁহার জন্ম, ভগবদ্ভক্ত হইলে তিনিও যে সকলের পূজ্য, তাঁহার পদরজও যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে মস্তকে ধারণ করিতে পারে—ইহার প্রমাণরূপেই কালিদাস এই তিনটী শ্লোকের উল্লেখ করিলেন, ঝড়ুঠাকুরের ২৩-পয়ারোক্ত কথার উত্তরে।

শুনি ঠাকুর কহে—শাস্ত্রে এই সত্য কয়—।
সেই শ্রেষ্ঠ, ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ ২৫
আমি নীচজাতি, আমায় নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্য ঐছে হয়, আমায় নাহি ঐছে শক্তি ॥ ২৬
তাঁরে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ুঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি আইলা ॥ ২৭
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা।
তাঁহার চরণচিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িলা ॥ ২৮
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
তার নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা ॥ ২৯
ঝড়ুঠাকুর ঘর যাই দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥ ৩০
কলার পাটুয়াখোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥ ৩১
চুষি চুষি চোকা আঠি পেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওঞা তাঁর পত্নী খাএন পশ্চাতে ॥ ৩২
আঠি চোকা সেই পাটুয়াখোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্টগর্ত্তে পেলাইল লঞা ॥ ৩৩
সেই খোলা আঠি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে-চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥ ৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫। **ঠাকুর**—ঝড়ুঠাকুর। **এই সত্য কয়**—কৃষ্ণভক্ত হইলে নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিও যে শ্রেষ্ঠ হয়, ইহা সত্য। "সেই শ্রেষ্ঠ ঐছে" স্থলে "সেই নীচ শ্রেষ্ঠ" এরূপ পাঠান্তরও আছে।

২৬। **অন্য ঐছে হয়**—যাঁহার কৃষ্ণভক্তি আছে, তিনি নীচকুলোদ্ভব হইলেও শ্রেষ্ঠ, ইহা সত্য। কিন্তু আমার ভক্তি নাই, অথচ নিতান্ত হেয়কুলে আমার জন্ম। **নাহি ঐছে শক্তি**—তোমাকে পাদরজঃ দেওয়ার শক্তি আমার নাই।

২৭। **অনুব্রজি**—কালিদাসের পেছনে।

২৮। **তাঁহার চরণচিহ্ন**--ঝড়ুঠাকুরের চরণচিহ্ন।

২৯। **সেই ধূলি**—ঝড়ুঠাকুরের চরণচিহ্ন যে স্থানে ছিল, সেই স্থানের ধূলি।

৩০। **মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে** ইত্যাদি—কালিদাস যে আম আনিয়াছিলেন, ঝড়ুঠাকুর তাহা মানসেই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া দিলেন, যথাবিধি বাহ্যিক অনুষ্ঠানে তুলসী দ্বারা নিবেদন করেন নাই। ঝড়ুঠাকুরের এই আচরন সাধারণ শাস্ত্রবিধি-সম্মত না হইলেও তাঁহার পক্ষে ইহা দোষের হয় নাই; তিনি সিদ্ধ-ভক্ত; সিদ্ধ-ভক্তগণ অনেক সময় ভাবাবিষ্ট থাকেন; আবেশের ভরে তাঁহারা কোন্ সময় কি করেন, তাহার মর্ম্ম সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না; কিন্তু সাধারণে বুঝিতে না পারিলেও তাঁহাদের আচরণ নিন্দনীয় নহে; সাধারণ শাস্ত্রবিধির সঙ্গে মিল না থাকিলেও প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের আচরণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

ঝড়ুঠাকুর সিদ্ধভক্ত; তাঁহার সমস্ত আচরণ সাধক-ভক্তগণের পক্ষে অনুকরণীয় নহে; সুতরাং ঝড়ুঠাকুরের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কোনও সাধকভক্ত যেন তুলসী-আদি না দিয়া কেবল মানসেই শ্রীকৃষ্ণের ভোগ নিবেদন না করেন। এ সম্বন্ধে বিচার ১।৪।৪ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৩১। **কলার পাটুয়া খোলা**—কালাগাছের খোলা দিয়া ঠোঙ্গা তৈয়ার করিয়া সেই ঠোঙ্গায় করিয়া কালিদাস আম আনিয়াছিলেন। **নিকাশিয়া**—বাহির করিয়া। নিকালিয়া-পাঠও আছে। **খায়েন চুষিয়া**—ঝড়ুঠাকুর আম চুষিয়া খায়েন।

৩২। **পেলেন**—ফেলিয়া দেন। **পাটুয়াতে**—ঠোঙ্গায়। **খাওঞা**—খাওয়াইয়া।

৩৪। কালিদাস এতক্ষণ কোনও এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া ছিলেন; উচ্ছিষ্টগর্ত্তে যে ঝড়ুঠাকুর এবং তাঁহার পত্নীর উচ্ছিষ্ট চোষা আটি ফেলা হইল, তাহা কালিদাস লুকাইয়া দেখিয়াছিলেন; তারপর সুযোগ বুঝিয়া,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কেহ দেখিতে না পায়, এমন ভাবে ঐ চোষা আটি আনিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত চুষিয়া চুষিয়া খাইলেন। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট আটি চুষিতে চুষিতে কালিদাসের প্রেমোদয় হইল।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে কালিদাসের কি নিষ্ঠা! একে তো নীচজাতি ভূমিমালীর উচ্ছিষ্ট; তাহাতে আবার তাহা অপবিত্র উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে (আস্তাকুড়ে) ফেলা। তাহাও কালিদাস শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ণকৃপা ব্যতীত বোধ হয় এইরূপ নিষ্ঠা দুর্ল্লভ।

ঝড়ুঠাকুরের বিষয়ে কালিদাসের আচরণ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী **শিক্ষার বিষয়**—আছে:—**প্রথমতঃ**—বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি সঙ্গত নহে; "বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি যেই জন করে। সে জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে॥ বৈষ্ণবেরে নীচ জাতি করিয়া মানয়। নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয়॥ —শ্রীভক্তমাল, ষষ্ঠমালা।" "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ —ভক্তি সন্দর্ভ। ২৪৭ ধৃত ইতিহাস-"সমুচ্চয়বচন।" "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥ —পদ্মাবল্যাম্॥

দ্বিতীয়তঃ—জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, পদরজঃ এবং পাদোদক গ্রহণ করা সাধকের পক্ষে উপকারী। কি ভাবে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও কালিদাস আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। যিনি উচ্ছিষ্টাদি দিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাঁহার উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করা সঙ্গত নহে; ঐরূপ করিলে বৈষ্ণবের মনে কষ্ট হইবে; বৈষ্ণবের মনে কষ্ট দিয়া পদরজ-আদি গ্রহণ করিলেও অপরাধের সম্ভাবনা আছে। তিনি যাহাতে জানিতে না পারেন, এমনভাবে গোপনে কৌশলক্রমে তাঁহার উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকাশ্যভাবে শ্রীগুরুদেবই শিষ্যকে উচ্ছিষ্টাদি দিয়া থাকেন; অপর-বৈষ্ণব তাহা প্রায়ই দেন না; শ্রীমন্মহাপ্রভুও সহজে কাহাকেও নিজের পাদোদকাদি দিতেন না; এসম্বন্ধে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দদাসের প্রতি শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতা গোস্বামিনীর কয়েকটী উপদেশ প্রেমবিলাস গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীনিত্যানন্দ দাস শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট পাবে কেমন উপায়॥ পাদোদক সাধনের ধরে মহাবল। মোর বিষয়ে ঠাকুরাণী কহিবে সকল॥ ঠাকুরাণী কহে বাপু যেবা জিজ্ঞাসিলে। কেমনে বিশ্বাস সেই কি হয় করিলে॥ বৈষ্ণবের পাদস্পর্শে পাদোদক পান। বৈষ্ণবের ভুক্তশেষ সেই গূঢ়াখ্যান॥ গোপনীয় করি ইহা করিব বিশ্বাস। শ্রেষ্ঠভজন এই শরীর প্রকাশ॥ গুণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের করিব ভজন। জানে নাহি তিঁহো যেন জানি ইহার মন॥ বৈষ্ণবেরে হাতে তুলি না দিব এমন। ইহাতে নাহিক লাভ বহু হানি হন॥ লাভ লাগি সাধন করি সর্ব্বত্র ইহা হয়। পূর্ব্ববাক্য নহে এই সাধন যায় ক্ষয়॥ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-আজ্ঞা আছয়ে সে সার। যেবা কেহ না মানিবে বাক্য নাহি আর॥ প্রভু-আজ্ঞা পাদোদক কেহ জানি লয়। অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় তাতে দুঃখ হয়॥ ছল করি লয় কেহ প্রভু নাহি জানে। গোবিন্দেরে মাহাপ্রভু করেন বারণে। পরম বিশ্বাসী কালিদাস মহাশয়। সর্ব্বদেশী বৈষ্ণবের পাদোদক লয়॥ ভুক্তশেষ সবার লয় প্রভু ইহা জানে। নিজমুখে তার গুণ প্রভু করেন গানে॥ সিংহদ্বারে একদিন চরণ ধুইতে। অঞ্জলি অঞ্জলি করি লাগিলা খাইতে॥ তিন অঞ্জলি খায় প্রভু লাগিলা কহিতে। ভয় হৈল না দিল আর ভক্ষণ করিতে॥ প্রেমের সমুদ্র গৌর ভয় হৈল চিতে। সাধকের প্রতি এই অনুচিত তাতে॥ অন্যজনে দিলে তার কেমনে লাভ হয়। গৌরাঙ্গের বাক্য প্রমাণ দৃঢ়তর হয়॥ গুরু মাত্র কৃপা করি দিবেন শিষ্যেরে। এই বাক্য শাস্ত্রদ্বারে নিষেধ না করে॥—প্রেমবিলাস, ২৬শ বিলাস॥" শ্রীজাহ্নবা-মাতার বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে, শিষ্য ব্যতীত অপর বৈষ্ণবকে ইচ্ছা করিয়া উচ্ছিষ্টাদি দিলে নিজেরই ক্ষতি হয়।

এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সভার নিল অবশেষে॥ ৩৫
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা॥ ৩৬
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু সনে॥ ৩৭
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশপশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে॥ ৩৮
সেই গাড়ে করে প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দর্শন॥ ৩৯
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
'মোর পাদজল যেন না লয় কোনজন॥' ৪০
প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পাদজল।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত লয় করি কোন ছল॥ ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৫। **অবশেষে**—ভুক্তাবশেষ; উচ্ছিষ্ট।

৩৬। **মহাকৃপা**—অত্যন্ত কৃপা; যাহা প্রভু অপরের প্রতি দেখান নাই। প্রভু তাঁহাকে স্বীয় পাদোদক পান করিতে দিয়াছিলেন, ইহা পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে ব্যক্ত হইবে; ইহাই প্রভুর মহাকৃপা। কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে নিষ্ঠার ফলেই প্রভুর এই অসাধারণ কৃপা।

৩৭। কালিদাসের প্রতি প্রভুর মহাকৃপার কথা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন।

যান দরশনে—শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে যান।

জল-করঙ্গ—জলপাত্র। পাছে প্রভুর চরণধূলি শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে পতিত হয়, এজন্য প্রভু পা না ধুইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইতেন না; প্রভুর পা ধোওয়ার নিমিত্ত গোবিন্দ প্রত্যহ জলকরঙ্গ লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন।

৩৮। **সিংহদ্বারের**—শ্রীজগন্নাথের মন্দির-প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকস্থ সিংহদ্বার। **পশার**—সিঁড়ি।

বাইশ পশার—বাইশটী সিঁড়ি। সিংহদ্বারে একটী কোঠার ভিতর দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের রাস্তা। ঐ কোঠার মধ্যে রাস্তায় বাইশটী সিঁড়ি আছে; অঙ্গনের বাহিরের রাস্তা হইতেই এই সিঁড়িতে উঠিতে হয়। **বাইশ-পশার-তলে**—বাইশ-সিঁড়ির নীচে; বাইশটী সিঁড়ির সর্ব্ব-নিম্নস্থ সিঁড়িরও নীচে। **এক নিম্নগাড়ে**—একটী নিম্ন গর্ত্তের মত আছে। "গাড়ে" স্থলে "খালে" পাঠও আছে।

৩৯। বাইশটী-সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় প্রথম সিঁড়ির নীচে কপাটের আড়ালে একটা নিম্ন গর্ত্ত আছে; প্রভু ঐ সকল সিঁড়িতে উঠার আগেই ঐ গর্ত্তে পা ধুইয়া লইতেন। পা ধুইয়া তারপর সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া মন্দিরে যাইতেন।

৪০। গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ ছিল, কেহ যেন ঐ গর্ত্ত হইতে প্রভুর পাদোদক গ্রহণ না করে, ইহা যেন গোবিন্দ সতর্কতার সহিত দেখেন।

ভক্তভাবেই প্রভুর এই আদেশ; সাধক-ভক্তদের আচরণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এইরূপ আচরণ। ইহাদ্বারা প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, কোনও ভক্ত যেন ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও পাদোদকাদি না দেন এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে কেহ যেন তাঁহার পাদোদকাদি গ্রহণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়েও যেন সতর্ক থাকেন। ইচ্ছা করিয়া বা জ্ঞাতসারে পাদোদকাদি দেওয়া "তৃণাদপি" শ্লোকের বিরোধী বলিয়াই এবং ইহাতে নিজের অভিমানাদি সঞ্চারের আশঙ্কা আছে বলিয়াই বোধ হয় প্রভু সাধক ভক্তগণকে এই আচরণ শিক্ষা দিলেন। যিনি কাহাকেও পাদোদক বা উচ্ছিষ্টাদি দেন, তিনি ঐ আচরণদ্বারা তাঁহার গুরুস্থানীয় হইয়া পড়েন; কিন্তু শিষ্যব্যতীত অপরের নিকটে নিজেকে নিজে গুরুস্থানীয় মনে করা ভক্তিবিরোধী আচরণ।

৪১। প্রভুর উক্ত আদেশের ফলে, কেহই তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করিতে পারে না; অবশ্য যাঁহারা প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত, তাঁহারা কোনও না কোনও কৌশলে তাহা গ্রহণ করিতেন—এবং এমন ভাবে গ্রহণ করিতেন—যাহাতে প্রভু টের না পাইতেন। "ছল" শব্দ হইতে ইহাই বুঝা যায়।

একদিন প্রভু তাহাঁ পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাহাঁ পাতিলেন হাথে ॥ ৪২
একাঞ্জলি দুই-অঞ্জলি তিনাঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল—॥ ৪৩
'অতঃপর আর না করিহ বারবার।
এতাবতা বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার ॥' ৪৪
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥ ৪৫
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥ ৪৬
বাইশপশার উপর দক্ষিণ-দিগে।
এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছে—উঠিতে বামভাগে ॥ ৪৭
প্রতিদিন প্রভু তাঁরে করে নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পঢ়ে বারবার ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ছল—কৌশল ; উপলক্ষ্য।

৪২। **তাহাঁ**—বাইশ-পশার তলের খালে। **পাদ-প্রক্ষালিতে**—মন্দিরে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রভু যখন পা ধুইতেছিলেন তখন। **তাহাঁ পাতিলেন হাথে**—প্রভুর চরণতলে প্রভুর সাক্ষাতেই পাদোদক গ্রহণের নিমিত্ত হাত পাতিলেন।

৪৩। কালিদাস ক্রমশঃ তিন অঞ্জলি পাদোদক পান করিলেন ; প্রভু তাহা দেখিলেন ; দেখিয়াও তিন অঞ্জলি পর্য্যন্ত নিষেধ করিলেন না ; কিন্তু তিন অঞ্জলির পর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, আর যেন পাদোদক পান না করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতাগোস্বামিনী যাহা বলিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১৬।৩৪ পয়ারের টীকার শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

৪৪। এই পয়ার কালিদাসের প্রতি প্রভুর নিষেধোক্তি। **অতঃপর**—ইহার পর ; তিন অঞ্জলি পানের পর। **এতাবতা বাঞ্ছাপূর্ণ**—এ পর্য্যন্ত আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিয়াছি ; আর পাদোদক পান করিও না। **বাঞ্ছা**—প্রভুর পাদোদক পানের বাসনা।

৪৫। মহাপ্রভু কালিদাসকে তিন অঞ্জলি পাদোদকই বা পান করিতে দিলেন কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন।

সর্ব্বজ্ঞ—সমস্ত জানেন যিনি। **শিরোমণি**—শ্রেষ্ঠ। **সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি**—সর্ব্বজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ ; এজন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই অন্য কাহারও নিকটে না শুনিয়াও নিজের অন্তরে জানিতে পারিয়াছেন যে, বৈষ্ণবের প্রতি কালিদাসের অত্যন্ত শ্রদ্ধা।

৪৬। **সেই গুণ**—বৈষ্ণবেতে বিশ্বাসরূপ-গুণ। **তাঁরে**—কালিদাসের প্রতি। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ। **অন্যের দুর্লভপ্রসাদ**—প্রভুর পাদোদক দান। অপর কেহই প্রভুর সাক্ষাতে প্রভুর পাদোদক গ্রহণ করিতে পারে না ; এই কৃপা অপরের পক্ষে দুর্ল্লভ, কিন্তু বৈষ্ণবে কালিদাসের অত্যন্ত নিষ্ঠা জানিয়া তাঁহাকে এই পাদোদক-দানরূপ অনুগ্রহ করিলেন।

নিষ্ঠার সহিত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট এবং পাদোদকাদি গ্রহণ করিলে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুরও বিশেষ কৃপা লাভ করা যায়, কালিদাসের দৃষ্টান্ত হইতে তাহাও জানা গেল।

৪৭। **বাইশপশার উপর**—বাইশটী সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় ; যে কোঠায় উক্ত বাইশটী সিঁড়ি আছে, সেই কোঠায়। "উপর" স্থলে "পাছে" পাঠও পাছে।

উঠিতে বামভাগে—পথের দক্ষিণে ; যে লোক উক্ত পথ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহার বামদিকে।

৪৮। **প্রতিদিন**—প্রত্যহ মন্দিরে যাইবার সময়। **তাঁরে**—শ্রীনৃসিংহদেবকে। **এই শ্লোকে**—পরবর্ত্তী শ্লোক দুইটী।

তথাহি নৃসিংহপুরাণে—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে॥ ৫

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বক্ষ এব শিলা তত্র টঙ্কা নখালয়ো নখশ্রেণ্যো যস্য তস্মৈ টঙ্কঃ পাষাণদরণ ইত্যমরঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৫। অন্বয়। প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে (যিনি প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা) হিরণ্যকশিপোঃ (হিরণ্যকশিপুর) বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে (বক্ষোরূপশিলাবিদারণের অস্ত্রতুল্য যাঁহার নখশ্রেণী) তে (সেই) নরসিংহায় (শ্রীনৃসিংহদেবকে) নমঃ (প্রণাম করি)।

অনুবাদ। যিনি প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা, যাঁহার নখশ্রেণী হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ শিলা-বিদারণে টঙ্ক (পাষাণ-দারণ অস্ত্রবিশেষ) তুল্য, আমি সেই শ্রীনরসিংহদেবকে প্রণাম করি। ৫

প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে—শ্রীভগবান্ নরসিংহরূপেই প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়াছিলেন; তাই নরসিংহদেবকে প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা বলা হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপু ছিলেন প্রহ্লাদের পিতা; প্রহ্লাদ শিশুকাল হইতেই ছিলেন ভগবদ্ভক্ত; কিন্তু অসুরস্বভাব-হিরণ্যকশিপু ছিলেন ভগবদ্বিদ্বেষী—শ্রীভগবান্‌কে নিজের পরম শত্রু বলিয়াই মনে করিতেন। প্রহ্লাদ সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করিতেন; নানাপ্রকার নিষেধ সত্ত্বেও প্রহ্লাদ ভগবানের গুণাদি কীর্ত্তন হইতে ক্ষান্ত না হওয়ায় হিরণ্যকশিপু তাঁহার উপর নানাবিধ অত্যাচার-উৎপীড়ন—অগ্নিকুণ্ডে, সর্পাদি হিংস্রজন্তুর মুখে, হস্তীর পদতলে ফেলিয়া দিয়া এবং তদ্রূপ অন্যান্য বিপদের মুখে ফেলিয়া প্রহ্লাদের উপর উৎপীড়ন—করিতে লাগিলেন; প্রহ্লাদ কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই অবিচলিত, সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে শ্রীভগবানের নাম-গুণাদির কীর্ত্তন। অবশেষে ভক্তবৎসল ভগবান্ নৃসিংহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় নখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিলেন এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করিলেন।

যাহার হৃদয় শ্রীহরিনামে বিগলিত হয় না, "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদম্", ইত্যাদি (শ্রীভা ২.৩।২৪) প্রমাণ বলে তাহার হৃদয়কে পাষাণ বলা যায়; হিরণ্যকশিপু ভগবদ্বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়কেও পাষাণ (শিলা) বলা হইয়াছে—বক্ষঃশিলা। শিলাবিদারণের নিমিত্ত, শিলার মধ্যে ছিদ্রাদি করিবার নিমিত্ত যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম **টঙ্ক।** নৃসিংহদেব স্বীয় নখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নখকেই বলা হইয়াছে হিরণ্যকশিপুর হৃদয়রূপ শিলা-বিদারণের সম্বন্ধে টঙ্ক স্বরূপ। **বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে**—হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ শিলার বিদারণ বিষয়ে টঙ্ক সদৃশ নখালি (নখসমূহ) আছে যাঁহার, সেই নৃসিংহদেবকে **নমঃ**—নমস্কার।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। এইস্থানে নৃসিংহ, অন্যস্থানে নৃসিংহ, যে যে স্থানে যাইতেছি, সেই সেই স্থানেই নৃসিংহ, আমার হৃদয়ের মধ্যে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ; আদিপুরুষ নৃসিংহের শরণাগত হইলাম। ৬

ভগবৎ-স্বরূপমাত্রই—সুতরাং শ্রীনৃসিংহদেবও—যে, "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু", তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত করা হইল। উক্ত দুই শ্লোক পড়িয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতি করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইলেও, সুতরাং শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহার অংশ হইলেও, ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়াই প্রভু নৃসিংহদেবের স্তুতিপ্রণামাদি করিয়াছেন। ২।৮।৩-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিল ভোজন ॥ ৪৯
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥ ৫০
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥ ৫১
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপাসীমা ॥ ৫২
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাবে নিজ বাঞ্ছিত সব কাজ ॥ ৫৩
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হৈলে 'মহামহাপ্রসাদ' আখ্যান ॥ ৫৪
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-অবশেষ,—তিন মহাবল ॥ ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৯। **তবে**—নৃসিংহ-স্তোত্র পাঠ করার পরে। যে দিন কালিদাস প্রভুর পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিনও প্রভু নৃসিংহদেবকে নমস্কার করিয়া স্তোত্র পাঠ করিলেন, তারপর গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন। **মধ্যাহ্ন করি**—মধ্যাহ্নকৃত্য করিয়া।

৫০। **বহির্দ্বারে**—কাশীমিশ্রের বাড়ীর বাহিরের দরজায়; প্রভু কাশীমিশ্রের বাড়ীতেই গম্ভীরায় থাকিতেন। **প্রত্যাশা করিয়া**—প্রভুর ভুক্তাবশেষ পাওয়ার আশা করিয়া। **ঠারে**—ইঙ্গিতে। **কহেন**—কালিদাসকে প্রভুর ভুক্তাবশেষ দেওয়ার নিমিত্ত গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন। **জানিয়া**—কালিদাসের অভিপ্রায় বুঝিয়া।

৫১। **গোবিন্দ সব জানে**—প্রভুর কোন্ ইঙ্গিতের কোন্ অর্থ, গোবিন্দ তাহা জানিতেন।

৫২। **শেষ ভক্ষণের**—ভুক্তাবশেষ ভোজনের। **পাওয়াইল**—প্রাপ্তি করাইল। **কৃপাসীমা**—অনুগ্রহের অবধি। প্রভু ইচ্ছা করিয়া কালিদাসকে পাদোদক দিলেন এবং নিজের শেষপাত্রও দিলেন; ইহাই কৃপার চরম অবধি; বৈষ্ণবের অধরামৃত গ্রহণের ফলেই কালিদাসের এইরূপ সৌভাগ্য।

৫৩। **তাতে**—বৈষ্ণবের অবশেষ গ্রহণের ফলে মহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপা পাওয়া যায় বলিয়া। **ঝুটা**—উচ্ছিষ্ট। **ঘৃণা**—নীচকুলে জন্ম বলিয়া বা কুৎসিৎ চেহারাদি বলিয়া কোনও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে ঘৃণা (অশ্রদ্ধা)। **লাজ**—ইহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে অপর লোকে আমাকে কি বলিবে, ইত্যাদি রূপ লজ্জা।

৫৪। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মাহাত্ম্য এত বেশী কেন তাহা বলিতেছেন। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ; কিন্তু কোনও বৈষ্ণব যখন শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কিছু অবশিষ্ট রাখেন, তখন সেই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট অবশেষের নাম হয় মহা-মহা-প্রসাদ; বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট হইলে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যও বর্দ্ধিত হয়। যেহেতু, "ভক্ত রসনায় কৃষ্ণ রস আস্বাদয়। রাশীকৃত সামগ্রীতে তাদৃক্ তৃপ্ত নয় ॥—ভক্তমাল।" "নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্যৈব স্বীকৃতং ময়া। ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥—ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্ ॥"

৫৫। **ভক্তপদধূলি**—বৈষ্ণবের পদধূলি। **ভক্তপদজল**—ভক্তের পাদোদক। **ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ**—ভক্তের উচ্ছিষ্ট। **মহাবল**—অত্যন্ত শক্তিধর; সাধনে উন্নতি লাভ করার পক্ষে এই তিনটী বস্তু বিশেষ উপকারী। কোনও কোনও গ্রন্থে "এই তিন সাধনের বল" পাঠ আছে।

ঠাকুর-মহাশয় বলিয়াছেন—বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১২।১২ এবং ৭।৫।৩২ শ্লোকেও বলা হইয়াছে "বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্—মহৎ-পাদরজোদ্বারা অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তপঃ, যজ্ঞ, বেদপাঠাদিদ্বারাও ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা যায় না (৫।১২।১২)" এবং "যে পর্য্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য সাধুগণের চরণধুলি দ্বারা অভিষেক না হয়, সে পর্য্যন্ত লোকের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৭।৫।৩২ ॥"

এই-তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃপুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ ৫৬
তাতে বারবার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥ ৫৭
তিন হৈতে কৃষ্ণনামপ্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥ ৫৮
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহা কৃপা কৈল অলক্ষিতে ॥ ৫৯
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
পুরীদাস ছোটপুত্র সঙ্গেতে আনিলা ॥ ৬০
পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভুর স্থানে।
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ ৬১
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বোলে বারবার।
তভু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥ ৬২
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈলা।
তভু সে বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা ॥ ৬৩
প্রভু কহে—আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল ॥ ৬৪
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপগোসাঞি কহেন হাসিতে—॥ ৬৫
তুমি কৃষ্ণনামমন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে ॥ ৬৬
মনেমনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত-স্পর্শে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃতত্ব এবং ইতর-রাগ-বিস্মারকত্বাদি গুণ ধারণ করে। তদ্রূপ, যাঁহার চিত্তে ভক্তিরাণী আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তের চরণ-স্পর্শে প্রাকৃত জল এবং প্রাকৃত ধূলিও অপ্রাকৃতত্ব এবং অপূর্ব্ব শক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভক্তচিত্তের ভক্তি বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ হইতেই এই অপূর্ব্ব শক্তির উদ্ভব। ভক্তচিত্তস্থ ভক্তির বা প্রেমের প্রভাবেই মহাপ্রসাদও তাঁহার ভুক্তাবশেষ হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য ধারণ করে এবং "মহামহাপ্রসাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এসমস্ত হইল ভক্তি-পদ-রজঃ আদির অচিন্ত্য প্রভাব, ইহা যুক্তি-তর্কের অতীত। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ॥"

৫৬। **এই তিন সেবা**—ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল এবং ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ, শ্রদ্ধার সহিত এই তিনটী বস্তুর গ্রহণ।

৫৮। **কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস**—কৃষ্ণনামের উল্লাস (কৃষ্ণনাম অনবরত জিহ্বায় স্ফুরিত হইয়া অশেষ আনন্দ দান করে) এবং কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস (কৃষ্ণপ্রেমের উদয়) হয়। **কৃষ্ণের প্রসাদ**—এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহও (শ্রীকৃষ্ণের সেবাও) পাওয়া যায়। **তাতে সাক্ষী কালিদাস**—এই তিনটী বস্তুর গ্রহণে যে কৃষ্ণ-নাম-প্রেমের উল্লাস হয় এবং কৃষ্ণের অনুগ্রহ পাওয়া যায়, কালিদাস তাহার প্রমাণ।

৫৯। **অলক্ষিতে**—কালিদাসের বা অপরের অজ্ঞাতসারে।

৬০। **সে বৎসর**—যে বৎসর কালিদাস নীলাচলে গিয়াছিলেন, সেই বৎসর।

আইলা—নীলাচলে আসিয়াছিলেন।

৬১। **পুত্র সঙ্গে লঞা**—পুত্র পুরীদাসকে সঙ্গে করিয়া। **তেঁহো**—শিবানন্দ সেন। **চরণ-বন্দনে**—নমস্কার।

৬২। **প্রভু বোলে**—বালক-পুরীদাসকে প্রভু বলিলেন।

৬৬-৬৭। স্বরূপ দামোদর হাসিয়া বলিলেন—"প্রভু! তুমি যে পুরীদাসকে "কৃষ্ণ" বলিতে উপদেশ করিয়াছ, তাহাতে এই বালক ঐ "কৃষ্ণ"-শব্দটীকেই দীক্ষামন্ত্র মনে করিয়াছে; তাই বালক তাহার দীক্ষামন্ত্র (কৃষ্ণশব্দ) কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেছে না। কিন্তু মনে হইতেছে, মুখে প্রকাশ্যে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" না বলিলেও বালক মনে মনে কৃষ্ণ-নাম জপ করিতেছে।" স্বরূপ-দামোদর বোধ হয়, বালকের নীরবতা দেখিয়া পরিহাস করিয়াই এই কথা কয়টী বলিয়াছেন।

আরদিন প্রভু কহে—পঢ় পুরীদাস।
এক শ্লোক করি তেঁহো করিল প্রকাশ ॥ ৬৮

তথাহি কর্ণপূরকৃত আর্য্যাশতকে (১)—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো-
রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং
মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭

সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোকের চমৎকার মন ॥ ৬৯
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥ ৭০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বৃন্দাবনরমণীনাং শ্রবসঃ কর্ণয়োঃ কুবলয়ং নীলোৎপলতুল্যঃ, অক্ষ্ণোঃ নয়নয়োঃ অঞ্জনতুল্যঃ উরসঃ বক্ষসঃ মহেন্দ্রমণিদাম ইন্দ্রনীলমণিমালাসদৃশঃ ইত্থং অখিলং মণ্ডনং সর্ব্বভূষণ-ভূতঃ হরিঃ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিনা সর্ব্ব-চিত্তহরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জয়তি। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মন্ত্র পাঞা ইত্যাদি—দীক্ষামন্ত্র অপরের নিকটে প্রকাশ করা নিষেধ বলিয়া। অপরের নিকটে প্রকাশিত হইলে দীক্ষামন্ত্র বিশেষ ক্রিয়া করে না।

৬৮। **প্রভু কহে**—পুরীদাসকে প্রভু শ্লোক পড়িবার আদেশ করিলেন। বালক তখনই "শ্রবসোঃ কুবলয়ম্" ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। এই শ্লোকটী সম্পূর্ণ নূতন ; সাত বৎসরের বালক, একমাত্র প্রভুর কৃপাতেই এমন সুন্দর শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্লো। ৭। **অন্বয়।** অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যিনি বৃন্দাবন-তরুণীগণের শ্রবণ-যুগলের কুবলয় (নীলপদ্ম), চক্ষুর্দ্বয়ের কজ্জল, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণি-মালা,—এইরূপে যিনি তাঁহাদের নিখিল ভূষণ-স্বরূপ, সেই শ্রীহরির জয় হউক। ৭

বৃন্দাবনরমণীনাং—বৃন্দাবনের রমণীগণের ; যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রহোলীলাদি করিয়া থাকেন, সে সমস্ত ব্রজতরুণীগণের পক্ষে যিনি **শ্রবসোঃ**—শ্রবণযুগলের, কর্ণদ্বয়ের **কুবলয়ম্**—নীলোৎপলসদৃশ ; কর্ণভূষাসদৃশ ; যাঁহার রূপগুণাদির কথাশ্রবণেই ব্রজতরুণীগণের কর্ণের অপরিসীম তৃপ্তি জন্মে, **অক্ষ্ণোঃ অঞ্জনম্**—চক্ষুর্দ্বয়ের অঞ্জন বা কজ্জলসদৃশ ; যাঁহার রূপদর্শনেই তাঁহাদের চক্ষুর চরম সার্থকতা ; **উরসঃ**—বক্ষঃস্থলের **মহেন্দ্রমণিদাম**—ইন্দ্রনীলমণির মালাতুল্য ; যাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ব্রজতরুণীগণ নিজেদিগকে কৃতার্থজ্ঞান করেন ; স্থূলতঃ যিনি ব্রজতরুণীগণের **অখিলং মণ্ডনম্**—সর্ব্ববিধ অলঙ্কারতুল্য ; অলঙ্কারদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে মণ্ডিত হইলে তরুণী রমণীগণ যেরূপ আনন্দিত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের কথাদিশ্রবণে, তাঁহার অসমোর্দ্ধ রূপমাধুর্য্য দর্শনে, তাঁহার আলিঙ্গনে—ব্রজতরুণীগণ তদপেক্ষাও অধিকতররূপে আনন্দ লাভ করেন। কৃষ্ণকথাদির শ্রবণাদিদ্বারা তাঁহাদের চিত্তের যে প্রফুল্লতা জন্মে, তাহার ফলে তাঁহাদের মাধুর্য্যাদি এতই বর্দ্ধিত হয় যে, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারভূষিত হইলেও বোধ হয় তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য তত বিকশিত হয় না। এতাদৃশ যে **হরিঃ**—ব্রজতরুণীদের মন-প্রাণ-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণ, তিনি জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশমাত্রেই পুরীদাসের মুখ হইতে এই শ্লোকটী বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

৬৯। পুরীদাস যখন ঐ শ্লোকটী মুখে মুখে রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র সাত-বৎসর ছিল। তখনও তিনি লেখা-পড়াও শিখেন নাই (নাহি অধ্যয়ন) ; তথাপি কিরূপে যে এমন সুন্দর শ্লোক রচনা করিলেন, তাহা ভাবিয়া লোক বিস্মিত হইয়া গেলেন।

৭০। পুরীদাসের এইরূপ শ্লোক-রচনা, কেবলমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসাধারণ কৃপারই ফল। মানুষের কথা তো দূরে, ব্রহ্মা আদি দেবগণও প্রভুর কৃপার অন্ত পায়েন না।

ভক্তগণ প্রভু-সঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিল, সভে গেলা গৌড়দেশে ॥ ৭১

তাঁসভার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুন হৈল উন্মাদ প্রধান ॥ ৭২

রাত্রি-দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস।
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ ॥ ৭৩

এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে ॥ ৭৪

তারে কহে—কাহাঁ কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
'মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি ধরে তার হাথ ॥ ৭৫

সেই কহে—ইহাঁ হয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাও দর্শন ॥ ৭৬

'তুমি মোর সখা, দেখাও কাহাঁ প্রাণনাথ।'
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাথ ॥ ৭৭

সেই বোলে—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥ ৭৮

গরুড়ের পাছে রহি করে দরশন।
দেখেন—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥ ৭৯

এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭১। রথযাত্রার পরে বঙ্গদেশীয় ভক্তগণ চারিমাস নীলাচলে বাস করিয়া প্রভুর আদেশ মত দেশে ফিরিয়া গেলেন।

৭২। **উন্মাদ-প্রধান**—গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া গেলে পর প্রভুর যে যে ভাব প্রকাশ পাইত, তাহাদের মধ্যে দিব্যোন্মাদই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

৭৩। **উপস্পর্শ**—সাক্ষাৎ-শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতেছেন বলিয়াই প্রভু মনে করিতেন। "কৃষ্ণ উপস্পর্শ"-স্থলে "কৃষ্ণশব্দস্পর্শ" বা "কৃষ্ণের পরশ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

এই পয়ার প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদের নিদর্শন।

৭৪। **সিংহদ্বারের**—জগন্নাথের সিংহদ্বারের। **দলুই**—দ্বারপাল। **বন্দনে**—নমস্কার (প্রভুকে)।

৭৫। **তারে কহে**—প্রভু দ্বারপালকে বলিলেন। এই পয়ার প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণাখ্য দিব্যোন্মাদের নিদর্শন। প্রভু রাধাভাবে কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিতেছেন।

৭৬। **সেই কহে**—প্রভুর কথা শুনিয়া দ্বারপাল বলিল। **ইহাঁ**—এই মন্দিরে। **ব্রজেন্দ্রনন্দন**—শ্রীজগন্নাথকে লক্ষ্য করিয়াই দ্বারপাল প্রভুর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়াছেন।

৭৭। তুমি মোর-সখা ইত্যাদি দ্বারপালের প্রতি প্রভুর উক্তি—উদ্‌ঘূর্ণার ভাবে।

জগমোহন—শ্রীবিগ্রহের সম্মুখস্থ কক্ষ।

৭৮। **সেই বোলে**—দ্বারপাল প্রভুকে বলিল।

নেত্রভরি—নয়ন ভরিয়া; চক্ষুর সাধ মিটাইয়া।

৭৯। **গরুড়ের পাছে**—গরুড়-স্তম্ভের পাছে।

জগন্নাথ হয় ইত্যাদি—যদিও প্রভু শ্রীজগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া আছেন, তথাপি কিন্তু তিনি শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন না, তিনি তৎস্থলে মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিতেছেন। ইহা উদ্‌ঘূর্ণা।

৮০। এই পয়ারে গ্রন্থকার বলিতেছেন—বর্ণিত লীলার উপাদান তিনি শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামীর নিকটে পাইয়াছেন; দাসগোস্বামী স্বয়ং এই লীলা দর্শন করিয়াছেন, এবং গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরুনামক স্বীয় গ্রন্থেও তিনি ইহা বর্ণন করিয়াছেন। "ক্ক মে কান্ত" ইত্যাদি শ্লোক দাস-গোস্বামীর রচিত।

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ (৭)—

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে।
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃতত-
দ্ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৮

হেনকালে গোপালবল্লভভোগ লাগাইল।
শঙ্খ-ঘণ্টা-আদিসহ আরতি বাজিল ॥ ৮১

ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঁই কৈল আগমন ॥ ৮২

মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাথে।
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥ ৮৩

বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন ॥ ৮৪

তার অল্প মহাপ্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল ॥ ৮৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কমে ইতি। হে সখে হে দ্বারাধিপ! মে মম কান্তঃ প্রাণনাথঃ কৃষ্ণঃ ক কুত্রাস্তি ইহ সময়ে তং কৃষ্ণং ত্বরিতং শীঘ্রং ত্বমেব লোকয় দর্শয় ইতি উন্মদ ইব মহোন্মত্তপ্রায়ঃ দ্বারাধিপং অভিদধন্ প্রিয়ং কৃষ্ণং দ্রষ্টুং দর্শনায় দ্রুতং শীঘ্রং গচ্ছ ইতি তদুক্তেন দ্বারাধিপবচনেন ধৃতঃ গৃহীতঃ তং তস্য দ্বারাধিপস্য ভুজান্তঃ যেন সঃ এবম্ভূতঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তি। চক্রবর্ত্তী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৮। **অন্বয়।** সখে (হে সখে দ্বারপাল)! মে (আমার) কান্তঃ (কান্ত, প্রাণবল্লভ) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ক (কোথায়), ত্বম্ এব (তুমিই) তং (তাঁহাকে—কৃষ্ণকে) ইহ (এইস্থানে) ত্বরিতং (শীঘ্র) লোকয় (দর্শন করাও) —ইতি (একথা) উন্মদঃ ইব (উন্মত্তবৎ) দ্বারাধিপং (দ্বারপালকে) অভিদধন্ (যিনি বলিয়াছিলেন)—"প্রিয়ং (প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) দ্রুতং (শীঘ্র) গচ্ছ (গমন কর)"—ইতি (একথা) তদুক্তেন (দ্বারপালকর্ত্তৃক কথিত হইয়া যিনি) ধৃততদ্ভুজান্তঃ (তাঁহার—দ্বারপালের হস্তধারণ করিয়াছিলেন, সেই) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) হৃদয়ে (চিত্তে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (আনন্দিত করিতেছেন)।

অনুবাদ। "হে সখে! আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? এই স্থানে তুমিই শীঘ্র আমাকে তাঁহার দর্শন করাও"—উন্মত্তবৎ যিনি দ্বারপালকে একথা বলিয়াছিলেন এবং (একথা শুনিয়া) দ্বারপাল যাঁহাকে বলিয়াছিল—"প্রিয়-শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত তুমি শীঘ্র গমন কর" এবং একথা শুনিয়া যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃত দ্বারপালকর শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন। ৮

৭৪-৭৭ পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে শ্রীলরঘুনাথদাস-গোস্বামীও যে তাহাই বলিয়াছেন, তাহারই প্রমাণ দেখাইবার নিমিত্ত এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

৮১। **হেন কালে**—গরুড়-স্তম্ভের পাছে দাঁড়াইয়া প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথকেও মুরলীবদনরূপে দেখিতেছিলেন, তখন। **গোপাল-বল্লভভোগ**—গোপাল-বল্লভ-নামক শ্রীজগন্নাথের ভোগ। পরবর্ত্তী ১০১।১০২ পয়ারে এই ভোগবস্তুর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৮৩। **মালা**—জগন্নাথের প্রসাদী মালা। **প্রসাদ**—গোপালবল্লভ-ভোগের প্রসাদ। **যার গন্ধে**—সে প্রসাদের সুগন্ধে। **মন মাতে**—মন মত্ত হয়;

৮৪। **অল্প খাওয়াইতে**—প্রভুকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ খাওয়াইবার নিমিত্ত। **সেবক**—শ্রীজগন্নাথের সেবক।

৮৫। জগন্নাথের সেবক প্রভুকে যে প্রসাদ দিয়াছিল, প্রভু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মুখে দিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ গোবিন্দের কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলেন, সঙ্গীয় ভক্তগণকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

কোটি-অমৃত-স্বাদু পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৮৬
'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাহাঁ হৈতে আইল ? !
কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল ॥' ৮৭
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সংবরণ কৈল ॥ ৮৮
'সুকৃতিলভ্য ফেলালব' বোলে বারবার।
ঈশ্বরসেবক পুছে—প্রভু ! কি অর্থ ইহার ॥ ৮৯
প্রভু কহে—এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদিদুর্লভ এই—নিন্দয়ে অমৃত ॥ ৯০
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার 'ফেলা' নাম।
তার এক লব পায় সে-ই ভাগ্যবান্ ॥ ৯১
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায় ॥ ৯২
সুকৃতি-শব্দে কহে—কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য ॥ ৯৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৬। **কোটি-অমৃত-স্বাদু**—অমৃতের স্বাদ অপেক্ষা এই প্রসাদের স্বাদ কোটিগুণ শ্রেষ্ঠ। **চমৎকার**—বিস্ময় ; এই দ্রব্যে এত স্বাদ কিরূপে হইল, ইহা ভাবিয়া প্রভুর বিস্ময়। **সর্ব্বাঙ্গে** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ আস্বাদন করিয়া প্রেমোদয় হওয়াতে প্রভুর দেহে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল।

৮৭। **এই দ্রব্যে**—যে সকল দ্রব্য দিয়া গোপালবল্লভভোগ লাগান হইয়াছে, তাহাদের স্বাদ সকলেরই জানা আছে, এত উৎকৃষ্ট স্বাদ তাহাদের নাই। কিন্তু শ্রীজগন্নাথের ভোগে লাগানের পরে এই সকল দ্রব্যে এত অধিক স্বাদ কোথা হইতে আসিল ! নিশ্চয়ই ইহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে, তাই এই সকল দ্রব্যের এত স্বাদ হইয়াছে। এইরূপই প্রভু মনে করিলেন।

৮৮। **এইবুদ্ধ্যে**—কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে মনে করিয়া। **সংবরণ কৈল**—প্রেমাবেশ সংবরণ করিলেন।

৮৯। প্রসাদের স্বাদে প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু বার বারই কেবল বলিতে লাগিলেন—"সুকৃতিলভ্যফেলালব।" জগন্নাথের সেবকগণ এই কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া প্রভুকে (অর্থ) জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরবর্ত্তী চারি পয়ারে প্রভু "সুকৃতিলভ্য ফেলালবের" অর্থ করিতেছেন।

৯০। **কৃষ্ণাধরামৃত**—শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে। **ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ**—যাহা ব্রহ্মাদি দেবগণও পাইতে পারেন না। **নিন্দয়ে অমৃত**—এই কৃষ্ণপ্রসাদের স্বাদ অমৃতের স্বাদকেও নিন্দিত করে ; ইহার স্বাদ অমৃতের স্বাদ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

৯১। এই পয়ারে "ফেলালব"-শব্দের অর্থ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষকে **ফেলা** বলে। অতি ক্ষুদ্র অংশকে **"লব"** বলে। ফেলার লব—**ফেলালব**। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের ক্ষুদ্র অংশকে বা কণিকাকে "ফেলালব" বলে। যিনি এই ফেলালব পায়েন, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান্ (সুকৃতি)।

৯২। **তার প্রাপ্তি**—ফেলালবের প্রাপ্তি।

যাতে—যে ব্যক্তির প্রতি। **তাহা**—ফেলালব।

৯৩। এই পয়ারে "সুকৃতি" শব্দের অর্থ করিতেছেন।

পুণ্য—পবিত্রতাসাধক কার্য্য।

কৃষ্ণ-কৃপাহেতু পুণ্য—শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই হইল হেতু যে পুণ্যের বা পবিত্রতা-সাধক কার্য্যের। কিন্তু পুণ্য-শব্দে সাধারণতঃ স্বর্গপ্রাপ্তি জনক শুভ কর্ম্মকে বুঝায়। এই পয়ারে পুণ্য-শব্দের এই সাধারণ অর্থ নহে ; কারণ, এই জাতীয় পুণ্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব নহে ; চিত্তে প্রেমের উদয় না হইলে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন

এত বলি প্রভু তাঁসভারে বিদায় দিলা।
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা আইলা॥ ৯৪
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষানির্ব্বাহন।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ॥ ৯৫
বাহ্যে কৃত্য করে, প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সংবরণ করে আবেশ সঘন॥ ৯৬
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুন নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিল নানাকৃষ্ণকথারঙ্গে॥ ৯৭
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা।
পুরীভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা॥ ৯৮
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি গণ।
সভারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন॥ ৯৯
প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিকাস্বাদে সভার বিস্মিত হৈল মন॥১০০
প্রভু কহে—এইসব প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লঙ্গ গব্য॥ ১০১
রসবাস গুড়ত্বক্ আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদু, সভার অনুভব॥ ১০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করা যায় না; কিন্তু পাপ ও পুণ্য, শুভকর্ম্ম ও অশুভকর্ম্ম উভয়ই কৃষ্ণভক্তির বাধক (কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহো এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥ ১।১।৫২॥)। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র হেতু হইল শ্রীকৃষ্ণের কৃপা—যাহার হেতু হইল আবার মহৎকৃপা; সুতরাং মহৎকৃপা প্রাপ্তিরূপ কার্য্যই হইল কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য—ইহাই হইল সুকৃতি। **অথবা**—কৃষ্ণকৃপার হেতুভূত যে পুণ্য, তাহাই হইল কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য; সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কৃষ্ণকৃপা সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হইলেও, সকলে তাহা অনুভব করিতে পারে না, সকলের চিত্তে তাহা স্ফুরিত হয় না; যদ্দ্বারা কৃষ্ণকৃপা হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে পারে, তাহাই হইল কৃষ্ণকৃপার হেতুভূত (অর্থাৎ কৃষ্ণকৃপা স্ফুরণের হেতুভূত) পুণ্য; মহৎকৃপাশ্রিত শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত চিত্ত কৃষ্ণকৃপা-স্ফুরণের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না; তাই মহৎকৃপার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান, তাহাই হইল কৃষ্ণকৃপার হেতুভূত পুণ্য, তাহাই হইল সুকৃতি। এইরূপ সুকৃতি যাঁহার আছে, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই "ফেলালব" পাইতে পারেন, তিনিই ধন্য।

৯৫। **অন্তরে স্মরণ**—প্রভু মধ্যাহ্নকৃত্যই করুন, কি ভোজনাদিই করুন, যাহাই করুন না কেন, তাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদের কথাই জাগ্রত হইয়া আছে। স্মরণ "স্থলে" "স্ফুরণ" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯৬। **বাহ্যে কৃত্য করে**—দেহাভ্যাস বশতঃ প্রভু বাহিরে নিত্যকৃত্যাদি করিতেছেন। **প্রেমে গরগর মন**—কিন্তু প্রভুর মন সর্ব্বদাই প্রেমে গর গর করিতেছে। **কষ্টে** ইত্যাদি—প্রভুর চিত্তে মুহুর্মুহুঃ প্রেমের আবেশ আসিতেছে, প্রভু অত্যন্ত কষ্টে তাহা সংবরণ করিতেছেন। **সঘন**—ঘন ঘন, মুহুর্মুহুঃ।

৯৭। **সন্ধ্যাকৃত্য**—সন্ধ্যা সময়ের করণীয় কার্য্য। **নিজগণ**—নিজের পার্ষদগণ। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে।

৯৮। **প্রসাদ**—যে প্রসাদ জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভু গোবিন্দের কাপড়ের আঁচলে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা।

১০০। **সৌরভ্য**—সুগন্ধ। **মাধুর্য্য**—সুস্বাদুতা। **অলৌকিকাস্বাদ**—অলৌকিক+আস্বাদ; লৌকিক-জগতে কোনও বস্তুরই যেরূপ স্বাদ নাই, সেইরূপ অপূর্ব্ব-স্বাদ। **বিস্মিত**—চমৎকৃত; যাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভব করা হয় নাই, এমন স্বাদ এক্ষণে অনুভব করিয়া সকলের বিস্ময় হইল।

১০১। **ঐক্ষব**—ইক্ষুজাত গুড়। **লঙ্গ**—লবঙ্গ। **গব্য**—দুগ্ধজাত দ্রব্য; ছানা মাখন, সর, ঘৃত ইত্যাদি।

১০২। **রসবাস**—কাবাব চিনি। **গুড়ত্বক্**—দারুচিনি। গোপালবল্লভ ভোগে যে বস্তু দেওয়া হয়, তাহাতে গুড়, কর্পূর, গোলমরিচ, এলাচি, লবঙ্গ, ছানামাখনাদি, কাবাবচিনি, দারুচিনি প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তুই থাকে; এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সকলেই জানে; এ সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত যে বস্তু, তাহার স্বাদও সকলে জানে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু গোপালবল্লভ ভোগের প্রসাদের যেরূপ সুগন্ধ এবং সুস্বাদ, তাহা অতি অপূর্ব্ব; প্রাকৃত জগতে এইরূপ গন্ধ এবং স্বাদ দুর্ল্লভ।

ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হইলে প্রাকৃত বস্তুও অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। "জগত্যস্মিন্ যানি যানি বস্তূনি মিথ্যাভূতান্যুপলভ্যন্তে তেষামেব ভক্তিসম্পর্কান্মিথ্যাভূতত্বং প্রবিলাপ্য ভগবতা স্বভক্তেচ্ছানুকূলেন পরমসত্যত্বমেব তৎক্ষণ এব সৃজ্যতে কিমশক্যমচিন্ত্যশক্তের্ভগবত ইত্যত এব মৎসেবায়ান্তু নির্গুণেতি মন্নিকেতন্তু নির্গুণমিত্যাদিকানি ভগবদ্বাক্যানি সংগচ্ছন্তে।"—"জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্বহির্ব্রহ্ম সত্যম্। প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥" ইত্যাদি শ্রীভা, ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর উক্তি।

উল্লিখিত টীকাংশের তাৎপর্য্য:—এই জগতে যে সমস্ত বস্তুকে মিথ্যাভূত (প্রাকৃত বলিয়া অনিত্য) বলিয়া মনে করা হয়, ভক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎই (যে সময়ে সে সমস্ত বস্তুকে ভক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, ঠিক সেই সময়েই, কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়াই) সে সমস্ত বস্তুর মিথ্যাভূতত্ব (অপ্রাকৃতত্ব) সম্যক্‌রূপে বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের পরম-সত্যত্ব (অপ্রাকৃতত্ব বা চিন্ময়ত্ব) বিধান করিয়া থাকেন; স্বীয় ভক্তের ইচ্ছাপূরণের আনুকূল্য-বিধানার্থই ভক্তবৎসল ভগবান্ এইরূপ করিয়া থাকেন। নির্গুণা শুদ্ধা ভক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই গুণময় প্রাকৃতবস্তুও নির্গুণত্ব (অপ্রাকৃত্ব বা গুণাতীত চিন্ময়ত্ব) লাভ করিতে পারে।

উল্লিখিত টীকাংশ হইতে জানা গেল, শুদ্ধাভক্তির সহিত যখন কোনও প্রাকৃত বস্তুও শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হয়, তখনই তাহা গুণাতীত চিন্ময়ত্ব লাভ করে। এই গুণাতীত চিন্ময় বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন; গুণাতীত বলিয়া তিনি গুণময় বস্তু গ্রহণ করেন না, তাহাতে তাঁহার তুষ্টি সম্ভব নয়। তিনি গ্রহণ করেন—দুই রকমে। এক দৃষ্টিদ্বারা অঙ্গীকার। "নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্যৈব স্বীকৃতং ময়া। ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥—ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্‌বাক্যম্॥ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত নৈবেদ্য দৃষ্টিদ্বারাই আমি অঙ্গীকার করি; ভক্তের জিহ্বাগ্রেই তাহার রস আস্বাদন করিয়া থাকি।" আর—তিনি ভোজনই করেন। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮১।৪॥—ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে যাহা কিছু দান করেন—তাহা পত্রই হউক, কি পুষ্পই হউক, কি ফলই হউক, কি জলই হউক, যাহা কিছু হউক না কেন, সেই সংযতাত্মা (ভক্তিপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত) ভক্তের ভক্তির সহিত উপহৃত সেই সকল দ্রব্য আমি প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করি (অশ্নামি)।" শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও ঠিক ঐরূপ ভগবদুক্তিই দৃষ্ট হয় (গী, ৯।২৬)। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভক্তদত্ত দ্রব্যের ভোজনের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল। অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥ ৩।১৬।১০৫॥"

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীমন্মহাপ্রভু তো প্রায় সকল দিনই মহাপ্রসাদ পাইয়া থাকেন; কিন্তু এই দিন মহাপ্রসাদের যে অপূর্ব্ব স্বাদ এবং গন্ধের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, অন্যান্য সকল দিন তো তাহা করেন নাই। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, সকল দিনের নিবেদিত বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণের অধর-স্পর্শ হয় না—সকল দিনের নিবেদিত বস্তু শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করেন না, কোনও কোনও দিন হয়তো কেবল দৃষ্টিদ্বারাই অঙ্গীকার করেন? উত্তর—পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা যায়, ভক্তির সহিত নিবেদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করেন; ভক্তির সহিত উপহৃত না হইলে তিনি ভোজন করেন না। ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "সংযতাত্মনঃ" শব্দের অর্থ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—যাঁহারা অন্যদেবতার ভক্ত, তাঁহাদের নিবেদিত দ্রব্যও শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করেন না; যেহেতু, ভক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভ করে না (অন্যদেবতায় ভক্তি শুদ্ধাভক্তির অঙ্গ নহে)। "নন্বু

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেবতান্তর-ভক্তস্য ভক্ত্যুপহৃতং বস্তু কিং ন অশ্নামি যতো মদ্‌ভক্তজনো যদ্দদাতীতি ব্রূষে তত্র সত্যং ন অশ্নামি এব ইত্যাহ প্রযতাত্মন ইতি মদ্‌ভক্ত্যৈব স শুদ্ধান্তঃকরণো ভবতি নান্যথা।" এই সমস্ত উক্তির সাহায্যে এক্ষণে বিষয়টীর বিবেচনা করা যাউক। শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপী শ্রীকৃষ্ণ অন্ততঃ একদিন যে তাঁহাতে নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বাক্যেই তাহা জানা যাইতেছে। সেই দিন যিনি ভোগ নিবেদন করিয়াছেন, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান্ এবং বিশুদ্ধচিত্ত, তিনি যে অন্যদেবতার ভক্ত নহেন এবং তিনি যে ভক্তির সহিতই দ্রব্য নিবেদন করিয়াছেন, তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবেই জানা যায়। শ্রীজগন্নাথের কৃপায় তাঁহার সেবকগণ সকলেই যে ভক্তিমান্, বিশুদ্ধচিত্ত এবং সকলেই যে ভক্তির সহিত ভোগ নিবেদন করেন, তাহাও অস্বীকার করা যায় না ; তাহা না হইলে তাঁহারা শ্রীজগন্নাথের সেবার অধিকার পাইতেন না। সুতরাং শ্রীজগন্নাথরূপী শ্রীকৃষ্ণ যে প্রত্যেক দিনই তাঁহার সেবকের ভক্ত্যুপহার ভোজন করেন, প্রত্যেক দিনই যে নিবেদিত বস্তুতে তাঁহার অধরামৃত সঞ্চারিত হয়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, প্রত্যেক দিনই যদি নিবেদিত বস্তুতে শ্রীজগন্নাথরূপী শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রত্যেক দিন "ফেলালব ফেলালব" বলিয়া আনন্দোল্লাস প্রকাশ করেন নাই কেন ! প্রত্যেক দিন কি তবে তিনি অপূর্ব্ব স্বাদ ও অপূর্ব্ব গন্ধের অনুভব পায়েন নাই ? না পাইয়া থাকিলে তাহার হেতু কি ?

উত্তর—অন্যদিন যে প্রভু মহাপ্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদ এবং অপূর্ব্ব গন্ধ অনুভব করেন নাই—এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীজগন্নাথরূপে প্রভুই নিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন ; আবার ভক্তভাবে তিনিই তাহা পুনরায় আস্বাদন করিয়াছেন ; শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেম-ভাণ্ডারের আশ্রয়রূপে শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত আস্বাদনের সময়ে তিনি অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ ও সুগন্ধ অনুভব করেন নাই, তাহা বলা যায় না ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের (তাঁহার নাম নাম, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদির) মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র হেতু যে প্রেম, সেই প্রেম পূর্ণতমরূপেই তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান। তথাপি যে তিনি সকল দিন "ফেলালব ফেলালব" বলিয়া প্রেমোল্লাস প্রকাশ করেন না, তাহার হেতু বোধ হয় তাঁহার আবেশ-বৈচিত্রী। যখন প্রভু মুরলীবদনের চিন্তায় আবিষ্ট থাকেন, তখন শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহেও তিনি মুরলীবদনকেই দেখেন ; যখন প্রভু কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবিষ্ট থাকেন, তখন তিনি শ্রীজগন্নাথকে গোপীগণের সাক্ষাতে উপস্থিত দ্বারকানাথরূপেই দেখেন ; আবেশের পার্থক্যানুসারে দর্শনের বা অনুভবেরও পার্থক্য। মহাপ্রসাদের স্বাদ-গন্ধাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ বলিয়াই মনে হয় ; যেদিন অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ ও গন্ধের ভাবে আবিষ্ট থাকেন, সেই দিন অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ এবং গন্ধই তাঁহার চিত্তে এবং যথাযথ ইন্দ্রিয়াদিতে মুখ্যরূপে অনুভূত হয় ; যেদিন অন্যভাবের আবেশই প্রাধান্য লাভ করে, সে দিন বোধ হয় কৃষ্ণাধরামৃতের স্বাদ ও গন্ধের অনুভব কিছুটা প্রচ্ছন্নতা ধারণ করে, প্রধানরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। যে দিনের কথা আলোচিত হইতেছে, সে দিনও প্রভু গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবকে মুরলীবদনরূপেই দর্শন করিয়াছিলেন (৩।১৬।৭৯) ; তাহার হেতু এই যে, সেদিন জগন্নাথ-মন্দিরে যাওয়ার সময়েও মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণই প্রভুর চিত্তকে অধিকার করিয়াছিলেন ; তাই তিনি সিংহদ্বারের দলই'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কাহাঁ কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। (৩।১৬।৭৫)॥" প্রভু মুরলীবদনকে দর্শন করিতেছেন। সেই সময়েই "গোপাল-বল্লভ ভোগ লাগাইল। ৩।১৬।৮১॥" এই ভোগের ব্যাপারই সম্ভবতঃ প্রভুর চিত্তকে মুরলীবদনের অধরামৃতের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, প্রভুও মুরলীবদনের অধরামৃতের চিন্তায় তন্ময় হইয়া অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ ও অপূর্ব্ব গন্ধের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন ; এই আবেশের সময়েই জগন্নাথের সেবক আসিয়া প্রভুকে "মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাথে। ৩।১৬।৮৩॥" প্রভুর চিত্তে তখন কৃষ্ণাধরামৃতের স্বাদ ও গন্ধের ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ; এই ভাবের পরমাবেশে সেই প্রসাদের দর্শন মাত্রেই প্রভু মনে করিলেন—"আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে॥ ৩।১৬।৮৩॥" ; সেই পরম আবেশের

সেই দ্রব্যের এই স্বাদু, গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সভার প্রতীত ॥ ১০৩
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ ॥ ১০৪

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ ১০৫
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু—অন্যবিস্মারণ।
মহামাদক এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সহিতই প্রভু যখন প্রসাদের অল্পমাত্র মুখে দিলেন, তখন "কোটী অমৃত-স্বাদু পাঞা প্রভুর চমৎকার ॥ ৩।১৬।৮৬ ॥" সমস্ত দিনই প্রভুর চিত্তে এই আবেশ ছিল। "কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥ ৩।১৬।৯৫ ॥" এই সমস্ত কারণে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ এবং অপূর্ব্ব সুগন্ধের মহাবেশই সেই দিন মহাপ্রসাদ-প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতে প্রভুর চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং সেই মহাবেশের প্রভাবেই তিনি "ফেলালব ফেলালব" বলিয়া প্রেমোন্মত্ততা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাধরামৃতের স্বাদুতা এবং সুগন্ধের মহাবেশ যে কেবল সেই দিনই হইয়াছিল, অন্য কোনও দিন হয় নাই, তাহা মনে করাও সঙ্গত হইবে না; অন্য কোনও কোনও দিনও হয়তো এইরূপ আবেশ হইয়াছে; কবিরাজ গোস্বামী কেবল এক দিনের কথা বর্ণন করিয়াই তদ্রূপ আবেশ-জনিত ভাবের দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—মহাবেশের ফলে প্রভুর না হয় কৃষ্ণাধরামৃতের অপূর্ব্ব স্বাদ ও সুগন্ধের অনুভব হইতে পারে, তাহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু প্রভু যখন—"রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদিগণ। সভারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥ ৩।১৬।৯৯ ॥" তখন "প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি আস্বাদন। অলৌকিকাস্বাদে সভার বিস্মিত হৈল মন ॥ ৩।১৬।১০০।" রামানন্দাদি কিরূপে অলৌকিক এবং অপূর্ব্ব "সৌরভ্য-মাধুর্য্যের" অনুভব পাইলেন?

উত্তর—তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব অনুভব জন্মিয়াছিল প্রভুর কৃপাশক্তির প্রভাবে। প্রভু যখন মহাপ্রসাদের অপূর্ব্ব স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করিলেন, তখন ভক্তবৎসল প্রভুর বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল—তাঁহার পরিকরবর্গকেও ঐ অপূর্ব্ব স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করাইবার জন্য। এই ইচ্ছার প্রেরণাতেই তিনি সকলকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন এবং ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই তাঁহার কৃপাশক্তি তাঁহাদিগকে অপূর্ব্ব "সৌরভ্য-মাধুর্য্যাদির" অনুভব করাইয়াছিল।

১০৩। **লোকাতীত**—অলৌকিক। **প্রতীত**—বিশ্বাস। সকলে আস্বাদন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহার গন্ধ এবং স্বাদ সমস্তই অলৌকিক।

১০৪। **আপনা বিনু**—প্রসাদের মাধুর্য্য ব্যতীত। **অন্যমাধুর্য্য**—অন্য বস্তুর মাধুর্য্য। **করায় বিস্মারণ**—ভুলাইয়া দেয়। এই শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের অপূর্ব্ব সুগন্ধ যদি একবার অনুভব করা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রসাদ ব্যতীত অপর বস্তুতে আর লোভ থাকে না। ইহা পরবর্ত্তী "সুরতবর্দ্ধনং" ইত্যাদি শ্লোকের "ইতররাগ-বিস্মারণম্" শব্দের অর্থ।

১০৫। **তাতে** ইত্যাদি—ইহার অলৌলিক গন্ধ এবং স্বাদ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধরের স্পর্শ হইয়াছে, তাতেই এই প্রাকৃত বস্তুতেও অধরের সমস্ত গুণ—অধরের সুগন্ধ এবং স্বাদ, যাহাতে অন্যবস্তুর প্রতি লোভকে ত্যাগ করায়, তাহা সঞ্চারিত হইয়াছে। **কৃষ্ণাধর-স্পর্শ**—কৃষ্ণের অধরের স্পর্শ।

১০৬। এই পয়ারে কৃষ্ণাধরের তিনিটি গুণ বলিতেছেন। প্রথমতঃ, ইহার অন্য-বিস্মারণ সুগন্ধ (অর্থাৎ কৃষ্ণাধরের সুগন্ধ এতই মনোরম যে, ইহা একবার নাকে গেলে আর অন্য কোনও গন্ধের কথাই মনে থাকে না); দ্বিতীয়তঃ, ইহার অন্য-বিস্মারণ-স্বাদুতা (অর্থাৎ কৃষ্ণাধরামৃতের স্বাদ এত মনোরম যে, ইহা একবার আস্বাদন করিলে অপর কোনও বস্তুর স্বাদগ্রহণের ইচ্ছা থাকে না); তৃতীয়তঃ, ইহা মহামাদক, অত্যন্ত মত্ততা জন্মাইতে সমর্থ; ইহা আস্বাদন করিলে প্রেম-মত্ততা জন্মায়।

অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সভেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি॥ ১০৭
হরিধ্বনি করি সভে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সভার মন॥ ১০৮
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দরায় শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ১০৯

তথাহি (ভাঃ—১০।৩১।১৪)—
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ ৯॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অপিচ হে বীর! তে অধরামৃতং নো বিতর দেহি। স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং ইতি নাদামৃতবাসিতমিতিভাবঃ। ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাং ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদিসুখেষু রাগং ইচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তীতি তথাবং। স্বামী ৯।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৭। **সুকৃতে**—সৌভাগ্যে, কৃষ্ণকৃপারূপ সৌভাগ্যবশতঃ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **হঞাছে সম্প্রাপ্তি**—পাইয়াছি। **মহাভক্তি**—অত্যন্ত শ্রদ্ধা।

১০৯। **আজ্ঞাদিলা**—কৃষ্ণাধরামৃতের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোক বলার নিমিত্ত প্রভু রামানন্দকে আদেশ করিলেন। **শ্লোক**—পরবর্ত্তী "সুরতবর্দ্ধনম্" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লো। ৯। **অন্বয়**। বীর (হে বীর)! সুরতবর্দ্ধনং (সুরতবর্দ্ধন—অর্থাৎ প্রেমবিশেষময়-সম্ভোগেচ্ছার বর্দ্ধনকারী) শোকনাশনং (শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখানুভবের-বিনাশকারী) স্বরিতবেণুনা (বাদিত-বেণু কর্তৃক) সুষ্ঠু (সুন্দররূপে) চুম্বিতং (চুম্বিত), নৃণাং (লোকসকলের) ইতররাগবিস্মারণং (অন্যবস্তুতে আসক্তি বিস্মারণকারী) তে (তোমার) অধরামৃতং (অধরামৃত) নঃ (আমাদিগকে) বিতর (বিতরণ কর)।

অনুবাদ। হে বীর! তোমার যে অধরামৃত সুরতবর্দ্ধন (অর্থাৎ প্রেমবিশেষময়-সম্ভোগেচ্ছার বর্দ্ধনকারী) এবং যে অধরামৃত তোমার অপ্রাপ্তির জন্য দুঃখানুভবকেও বিস্মারিত করিয়া থাকে, আর যাহা বাদিত-বেণুকর্ত্তৃক সুন্দর রূপে চুম্বিত, অপিচ যাহা অন্যবস্তুতে লোকের আসক্তি বিস্মারিত করিয়া দেয়, তোমার সেই অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর। ৯

সুরত—প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছা। **সুরতবর্দ্ধনং**—প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছার বর্দ্ধনকারী; যাহা তদ্রূপ সম্ভোগেচ্ছা বাড়াইয়া দেয়, সেই অধরামৃত। **শোকনাশনং**—শ্রীকৃষ্ণকে না পাওয়ার দরুণ যে দুঃখ, তাহাকেই এস্থলে শোক বলা হইয়াছে; সেই শোকের নাশক হইল অধরামৃত। শ্রীকৃষ্ণকে না পাওয়ার দরুণ যে তীব্র দুঃখ হৃদয়ে জন্মে, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করার সৌভাগ্য ঘটিলে সেই দুঃখ তৎক্ষণাৎই দূরীভূত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের মাধুর্য্য এতই অধিক যে, তাহার স্পর্শে চিত্তের যাবতীয় দুঃখ-শোক-ক্ষোভ তৎক্ষণাৎই দূরীভূত হইয়া যায়—সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়। **স্বরিত-বেণুনা**—স্বরিত (স্বরযুক্ত, নাদিত) যে বেণু, তদ্দ্বারা; বেণু হইতে যখন স্বর বাহির হইতে থাকে, তখন সেই স্বরময় বেণুদ্বারা **সুষ্ঠু চুম্বিতং**—সুন্দররূপে চুম্বিত অধারমৃত; যে অধরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বেণু নিনাদিত হইতে থাকে, সেই অধরের অমৃত; ধ্বনি এই যে—বেণুনাদের যে মধুরত্ব, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের গুণেই; শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত অত্যন্ত মধুর বলিয়াই তাহার স্পর্শে বেণুধ্বনির এত মাধুর্য্য।

রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে ব্রজসুন্দরীগণ যখন শোকমুগ্ধচিত্তে বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে পাইলেন না, তখন যমুনা-পুলিনে আসিয়া বিলাপ করিতে করিতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই শ্লোকে আছে।

১০৬-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ১১০

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৮)—
ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥১০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বাধরামৃতরসেন জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি কীদৃশঃ ব্রজস্থাতুলকুলাঙ্গনাস্তলনারহিত-ব্রজসুন্দর্য্য স্তাসাং ইতররস-শ্রেণীষু যা তৃষ্ণা তাং হরতীতি তথাভূতং সৎ প্রদীব্যদধরামৃতং যস্য সঃ। কিন্তুদিতি ব্যঞ্জন্তী তস্য দুর্ল্লভতামাহ সুকৃতীতি সুকৃতিভিঃ সুষ্ঠু চ তৎকৃতং কর্ম্মচেতি সুকৃতং তৎকর্ম্ম হরিতোষং যদিত্যাদ্যুক্তশুদ্ধভক্তি স্তদ্যুক্তৈরেব লভ্যঃ ফেলায়া ভক্ষ্যপেয়াদীনাং ভুক্তাবশেষস্য লবো যস্য সঃ। এবং সামান্যতঃ কৃষ্ণাধরামৃতমাত্রং সম্পৃহং শংসন্তী সতী বিশেষতঃ কৃষ্ণেন স্বমুখাৎ স্বমুখে পূর্ব্বমর্পিতং তাম্বূলচর্ব্বিতং স্পৃহয়ন্তী সতী পুন স্তং বিশিনষ্টি সুধাজিদিতি সুধাজিতা অহিবল্লিকা তাম্বূলবল্লী সুদলৈঃ শোভনপত্রৈঃ নির্ম্মিতা যা বীটিকা স্তাসাং চর্ব্বিতং চর্ব্বনং যস্য সঃ। সদানন্দবিধায়িনী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১০। **রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক**—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার কথা যে শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্লোক; পরবর্ত্তী "ব্রজাতুল-কুলাঙ্গনে" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লো। ১০। অন্বয়। ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ (যিনি অতুলনীয়া ব্রজকুলাঙ্গনাদিগের অন্যরসের তৃষ্ণাকে হরণ করেন) প্রদীব্যদধরামৃতঃ (যাঁহার অধরামৃত প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি পাইতেছে) সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ (যাঁহার ফেলাবল সুকৃতিলভ্য) সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ (যাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু) সখি (হে সখি)! সঃ (সেই) মদনমোহনঃ (মদনমোহন) মে (আমার) জিহ্বাস্পৃহাং (জিহ্বার স্পৃহাকে) তনোতি (বিস্তার করিতেছেন)।

অনুবাদ। স্বীয় অধরামৃত দ্বারা যিনি অতুলনীয়া ব্রজকুলাঙ্গনাগণের অন্যরস-সম্বন্ধীয় তৃষ্ণাকে হরণ করেন, যাঁহার অধরামৃত প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি পাইতেছে, যাঁহার ফেলালব সুকৃতিলভ্য, যাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু—হে সখি! সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার স্পৃহাকে বিস্তার করিতেছেন। ১০

এই শ্লোকে শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন—হে সখি! স্বীয় অধরামৃত-রসের মাধুর্য্যদ্বারা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আমার জিহ্বাকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার অধরামৃত পান করিবার নিমিত্ত আমার জিহ্বা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। কি রকম সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ? তাহাই বলিতেছেন কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা; এই বিশেষণগুলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতেরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বিশেষণগুলি এই। **ব্রজাতুলকুলাঙ্গনে-তররসালিতৃষ্ণাহরঃ**—ব্রজস্থ (ব্রজবাসিনী) অতুল (অতুলনীয়া) যে কুলাঙ্গনা (কুলললনা, ব্রজতরুণী) তাঁহাদের ইতর (অন্যবস্তু—শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাদিব্যতীত অন্য) বস্তুসম্বন্ধীয় যে রসালি (রসসমূহ), সেই রসসমূহে যে তৃষ্ণা (তাদৃশ রসাস্বাদনের যে বাসনা), তাহা হরণ করেন যিনি—স্বীয় অধরামৃত দ্বারা, সেই মদনমোহন। সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এবং সর্ব্বোপরি পাতিব্রত্যে যাঁহারা জগতে অতুলনীয়া, এতাদৃশী পতিব্রতাশিরোমণি ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তকেও শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্বীয় মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদের চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য বলবতী লালসায় উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাদের চিত্ত হইতে অন্য সর্ব্ববিধ বাসনাকেই দূরীভূত করিয়া দিয়াছে। **প্রদীব্যদধরামৃতঃ**—প্রদীব্যৎ (দীপ্তিশালী) যাঁহার অধরামৃত, সেই মদনমোহন; যাঁহার অধরামৃত স্বীয় সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্ব-গুণে প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি পাইতেছে। **সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ**—সুকৃতি দ্বারাই (মহৎকৃপা বা কৃষ্ণকৃপা লাভ রূপ, অথবা, মহৎ-কৃপার উপর প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠানরূপ সুকৃতির ফলে) লভ্য (লাভ করা যায়) যাঁহার ফেলালব (উচ্ছিষ্ট-কণিকা), সেই মদনমোহন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৯১-৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এত কহি গৌর প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুইশ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১১১

যথারাগঃ—

তনু-মন করে ক্ষোভ,　　বাঢ়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস,　　জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ—অহিবল্লিকা (পানের লতা), তাহার সুদল (সুন্দর পত্র) হইল অহিবল্লিকাসুদল অর্থাৎ পান ; তাহার বীটিকা অর্থাৎ পানের খিলি ; সেই খিলির চর্ব্বিত বা চর্ব্বণ যাঁহার (যে শ্রীকৃষ্ণের), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল ; তাহা কিরূপ ? সুধাজিৎ—সৌগন্ধে ও সুস্বাদুতায় সুধাকেও পরাজিত করিতে সমর্থ। সুধা অপেক্ষাও মধুর, সুস্বাদু যাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল, সেই মদনমোহন। শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূলে তাঁহার অধরামৃতের স্পর্শ হয় বলিয়াই তাহার স্বাদ অমৃত অপেক্ষাও মনোহর।

শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের এইরূপ অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আছে বলিয়াই শ্রীমতী রাধিকা তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এই শ্লোকটীই ১১০ পয়ারে উল্লিখিত শ্লোক।

১১১। **এত কহি**—শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক বলিয়া। **ভাবাবিষ্ট হঞা**—শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা-জ্ঞাপক শ্লোক পড়িয়া প্রভুও শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইলেন ; শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করার নিমিত্ত শ্রীরাধা যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, শ্রীরাধার ভাবে প্রভুও সেইরূপই উৎকণ্ঠিত হইলেন। **দুই শ্লোকের**—পূর্ব্ববর্ত্তী "সুরতবর্দ্ধনম্" এবং "ব্রজাতুল" ইত্যাদি দুইটী শ্লোকের। **প্রলাপ করিয়া**—দিব্যোন্মাদের ভাবে প্রলাপ করিতে করিতে।

১১২। প্রথমতঃ "সুরতবর্দ্ধন" শ্লোকের অর্থ করিতেছেন।

তনু—দেহ। **ক্ষোভ**—চিত্তের চাঞ্চল্য। **তনু-মন করে ক্ষোভ**—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত দেহ ও চিত্তের ক্ষোভ উৎপাদন করে। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিলে চিত্তের বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে দেহেও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। **বাঢ়ায়**—বর্দ্ধিত করে। **লোভ**—লালসা, ইচ্ছা। **সুরত**—প্রেমবিশেষময় সম্ভোগ ; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ কান্তাভাবোচিত বিলাসাদি। **বাঢ়ায়-সুরত-লোভ**—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সুরত-লোভ বৃদ্ধি করে ; শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিলে প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছা বর্দ্ধিত হয় ; কান্তাভাবোচিত বিলাসাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের নিমিত্ত বলবতী ইচ্ছা যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। (এই সুরত-লোভই বোধ হয় তনু-মনের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে)। ইহা "সুরতবর্দ্ধনম্" অংশের অর্থ। **হর্ষ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিজনিত হর্ষ। **শোক**—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ। **আদি**—উৎকণ্ঠা প্রভৃতি। **বিনাশয়**—বিনষ্ট করে, দূর করে। **হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়**—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত হর্ষ-শোকাদির ভাব বিনষ্ট করে। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিলে তাঁহার অপ্রাপ্তি বা বিরহজনিত দুঃখ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, দীর্ঘ-বিরহের পরে তাঁহার প্রাপ্তিবশতঃ যে অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে, তাহাও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠাজনিত যে কষ্ট, তাহাও দূরীভূত হইয়া যায় ; তখন সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া থাকে কেবল অনবরত তাঁহার অধর-সুধা পান করিবার নিমিত্ত বলবতী লালসা, আর তাঁহার প্রীতি-বিধানার্থ কান্তাভাবোচিত বিলাসাদির লালসা। এই লালসার প্রবল স্রোতের মুখে হর্ষ-শোকাদির ভাব বহুদূরে অপসারিত হইয়া যায়। ইহা শ্লোকস্থ "শোকনাশনং"-শব্দের অর্থ।

এই ত্রিপদীতে "করে" "বাঢ়ায়" এবং "বিনাশয়" ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতেছে, "সুরত-বর্দ্ধনং"-শ্লোকস্থ "অধরামৃত" অথবা পরবর্ত্তী "অধর-চরিত।"

পাসরায়—ভুলাইয়া দেয়। **অন্যরস**—(অধর-সুধাব্যতীত) অন্য আস্বাদ্য বস্তু। **পাসরায় অন্যরস**—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত নিজের আস্বাদন-চমৎকারিতায় অন্য আস্বাদ্য বস্তুর কথা, এমন কি সার্ব্বভৌমাদি সুখের কথা পর্য্যন্ত

নাগর! শুন তোমার অধর-চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত॥ ধ্রু॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভুলাইয়া দেয়। ইহা "সুরত-বর্দ্ধনং"-শ্লোকের "ইতর-রাগ-বিস্মারণং"-অংশের এবং "ব্রজাতুল" শ্লোকের "ইতর-রসালি-তৃষ্ণাহর" অংশের অর্থ।

শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসের মাধুর্য্য এত অধিক যে, ইহা একবার আস্বাদন করিলে অন্য কোনও আস্বাদ্যবস্তু আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আর ইচ্ছা হয় না এবং পূর্ব্বে অন্য কোনও আস্বাদ্যবস্তু আস্বাদিত হইয়া থাকিলেও তাহার আস্বাদন-মাধুর্য্যের কথা পর্য্যন্তও আর মনে থাকে না—অধর-রসের মাধুর্য্যে মন এতই বিভোর হইয়া থাকে।

আত্মবশ—নিজের বশীভূত; অধর-রসের বশীভূত।

জগৎ করে আত্মবশ—কৃষ্ণের অধরসুধা সমস্ত জগৎকে বশীভূত করিয়া ফেলে। যাহার নিকটে কোনও উত্তম অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যায়, লোক সাধারণতঃ তাহারই বশীভূত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস এতই মধুর এবং এতই মনোরম যে, যিনি একবার ইহা আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে এই অধর-রসের বশীভূত হইয়া পড়েন, এই অধর-সুধা অনবরত পান করিবার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই করিতে প্রস্তুত হয়েন, এমন কি, স্বজন-আর্য্যপথাদি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

লজ্জা—কুলবতীদিগের পক্ষে কুলত্যাগের লজ্জা। **ধর্ম্ম**—বেদধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, পাতিব্রত্য। **ধৈর্য্য**—সহিষ্ণুতা; সংযমের সহিত নিজের চিত্ত-চাঞ্চল্য দমন করিবার ক্ষমতা। **করে ক্ষয়**—নষ্ট করে (অধর সুধা)।

লজ্জা-ধর্ম্ম ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিলে রমণীগণ এতই আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের চিত্তে আর ধৈর্য্য থাকে না, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের নিমিত্ত কুলত্যাগ করিতেও তাঁহারা লজ্জা বোধ করেন না, অম্লানবদনে তাঁহারা বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, গৃহধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিতে ইতস্ততঃ করেন না।

এস্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার মাদকতায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে লজ্জা, ধর্ম্মাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, তাঁহার সহিত সুরত-ক্রীড়ায় লালসাবতী, ইহা তাঁহাদের আত্ম-ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নহে। আত্ম-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছার নাম কাম; শুদ্ধপ্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে কামের গন্ধমাত্রও নাই। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার নিমিত্তই তাঁহারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিতা; তাঁহাকে সুখী করিবার নিমিত্ত যে কোন কাজই তাঁহারা করিতে পারেন—তাঁহাদের অন্য কোনও অপেক্ষাই নাই, অপেক্ষা কেবল কৃষ্ণ-প্রীতির। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি বা সুরত-ক্রীড়াদিই তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু নহে; এ সমস্ত তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তু শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-সাধনের উপায় মাত্র। তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করেন, তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অঙ্গীকার করেন। তাঁহারা যে জড়-প্রতিমার ন্যায় নির্লিপ্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অঙ্গীকার করেন, তাহাও নহে; তাহা করিলে আলিঙ্গন-চুম্বনাদিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হইত না; যাহাতে সুখ জন্মে, এমন কোনও কর্ম্মে উভয় পক্ষের একবিষয়-চিত্ততা না থাকিলে, তাহাতে সুখের চমৎকারিতা জন্মিতে পারে না; ভোজ্যরসের বৈচিত্রী আস্বাদন করিবার পক্ষে ভোক্তার বলবতী ক্ষুধা যেমন অপরিহার্য্যা, তাহাকে পরিপাটীর সহিত ভোজন করাইবার নিমিত্ত পরিবেশকের বিশেষ উৎকণ্ঠাও সমভাবে অপরিহার্য্যা। তাই, শ্রীকৃষ্ণকে রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তিই ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি লাভের নিমিত্ত বলবতী লালসা জন্মাইয়া দেন। তাই তাঁহাদের সুরত-লোভ, তাই তাঁহাদের তনু-মনঃ-ক্ষোভ; সমস্তই কৃষ্ণের সুখ-বৈচিত্রীর পরিপোষক।

১১৩। রাধাভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু এক্ষণে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াই তাঁহার অধর-সুধার অপূর্ব্ব-শক্তির কথা বলিতেছেন।

আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাসরায়॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাগর—রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ। **অধর-চরিত**—অধরের আচরণ, অধর-রসের কার্য্য। তোমার অধর-সুধার কাহিনী শুন, নাগর! **মাতায় নারীর মন**—তোমার অধর-সুধা নারীর মনকে মত্ত করে; তোমার অধর-সুধা পান করিবার তীব্র লালসায় নারীগণ উন্মত্তের প্রায় হইয়া পড়ে। অন্য মাদক দ্রব্য পান করার পরেই লোক মত্ত হয়; কিন্তু তোমার অধর-সুধা পান করিবার পূর্ব্বে, কেবলমাত্র পান করিবার লালসাতেই রমণীগণ উন্মত্ত হইয়া যায়। পান করার পরে যে অবস্থা হয়, তাহা অবর্ণনীয়।

জিহ্বা করে আকর্ষণ—পান করার নিমিত্ত নারীগণের জিহ্বাকে আকর্ষণ করে; তোমার অধর-সুধা পান করিবার নিমিত্ত রমণীগণের এতই বলবতী লালসা জন্মে যে, তাহাদের জিহ্বা যেন তাহাদের অজ্ঞাতসারেই তোমার অধরের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে; চুম্বকের আকর্ষণে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড যেমন চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, তোমার অধর-সুধার আকর্ষণে রমণীগণের জিহ্বাও তেমনি তোমার অধরের প্রতি ধাবিত হয়।

ইহা "ব্রজাতুল" শ্লোকের "তনোতি জিহ্বা-স্পৃহাম্" অংশের অর্থ।

বিপরীত—উল্টা, অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। **বিচারিতে** ইত্যাদি—হে কৃষ্ণ! হে নাগর! তুমি পুরুষ, আমরা নারী; তোমার অধর-রস পানের নিমিত্ত আমাদের লালসা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু নাগর! অস্বাভাবিক অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তোমার অধর-রস পানের নিমিত্ত পুরুষেরও ক্ষোভ জন্মে, আবার অচেতন বস্তুরও ক্ষোভ জন্মে। (পরবর্ত্তী ত্রিপদী-সমূহে এই বিষয় বিশদ্‌ভাবে বিবৃত হইয়াছে)। তাই বলিতেছি নাগর! তোমার অধরের আচরণের বিষয় যদি বিচার করি, তবে দেখিতে পাই যে, তাহার সমস্ত কার্য্যই বিপরীত, অদ্ভুত।

১১৪। **আছুক নারীর কাজ**—তোমার অধরের দ্বারা নারীর আকৃষ্ট হওয়ার কাজ তো আছেই। তোমার অধর নারীকে তো আকর্ষণ করেই, ইহা স্বাভাবিকই; কিন্তু নারীর কথা তো দূরে। **কহিতে বাসিয়ে লাজ**—বলিতে লজ্জা হয়। **ধৃষ্টরায়**—নিলর্জ্জের চূড়ামণি। **পিয়াইতে মন**—পান করাইতে ইচ্ছা।

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া রাধাভাবে প্রভু বলিলেন—"নাগর! তুমি পুরুষ, পুরুষের মধ্যে রত্ন, আর আমরা নারী; তোমার অধর-রস আমাদিগকে তো আকর্ষণ করিবেই, ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু নাগর! কি বলিব; বলিতে লজ্জাও হয়; তোমার অধর এমনি নির্লজ্জ, এমনি নির্লজ্জের শিরোমণি যে, সে পুরুষকেও আকর্ষণ করে! পুরুষকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিজের রস (অধর-রস) পান করাইতে চায়! আবার পুরুষকে পর্য্যন্ত তোমার অধর এমনভাবে প্রলুব্ধ করে যে, আমাদের কথা তো দূরে—পুরুষও অন্য রসের কথা সমস্ত ভুলিয়া যায়। কেবল তোমার অধর-রস পান করিবার লালসাতেই মত্ত হইয়া যায়!"

অথবা, "অধর" পুংলিঙ্গ-শব্দ বলিয়া দিব্যোন্মাদবশতঃ অধরকেই পুরুষ মনে করিয়া রাধাভাবে প্রভু বলিতেছেন—"নাগর! তোমার অধর পুরুষ, আর আমরা নারী; পুরুষ হইয়া তোমার অধর নারী-আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে, ইহা স্বাভাবিকই; কিন্তু নাগর! বলিতে লজ্জা হয়—তোমার অধর এতই নির্লজ্জ যে, সে পুরুষ হইয়া পুরুষকে আকর্ষণ করে। পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া পুরুষের অন্যরসের কামনা ভুলাইয়া তাহাকে নিজের রস (অধর-রস) পান করাইতে চায়।" অধর-রস কোন্ পুরুষকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীসমূহে বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যে পুরুষকেও আকর্ষণ করে, এমন কি বন-বিহঙ্গগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়:—"প্রায়ো বতাম্ব বিহগা বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্। আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচির-প্রবালান্ শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ১০।২১।১৪॥"

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ ১১৫

বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা
গোপীগণে জানায় নিজ পান—।
অহো শুন গোপীগণ! বলে পিঙ তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৫। **সচেতন**—যাহার চেতনা আছে, যাহা জড় নহে। **অচেতন**—যাহার চেতনা নাই, যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ। **বাজিকর**—ভেল্কীওয়ালা; হাতের কৌশলে বা মন্ত্রবলে যে ব্যক্তি অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখায় বা অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে।

"নাগর! সচেতন বস্তুর আকর্ষণের কথা তো বরং বুঝা যায়; সচেতন বস্তুর বিচার-বুদ্ধি আছে, অনুভব-শক্তি আছে; তাতে তোমার অধর-রসের অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা অনুভব করিয়া, নারীই বল, আর পুরুষই বল,—যে কোনও সচেতন বস্তুই তোমার অধর-রসের লোভে আকৃষ্ট হইতে পারে, ইহা না হয় ধরিয়াই লইলাম। কিন্তু নাগর! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তোমার অধর অচেতন বস্তুকেও—যাহার জ্ঞান নাই, অনুভব-শক্তি নাই, এমন অচেতন বস্তুকেও—আকর্ষণ করিয়া থাকে; কেবল আকর্ষণ করা নহে, অচেতন বস্তুকেও সচেতন করিয়া ফেলে, তাহার ইন্দ্রিয়াদি জন্মাইয়া দেয়! চুম্বক অচেতন লৌহকে আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু লৌহকে সচেতন করিতে পারে না, লৌহের ইন্দ্রিয় মন জন্মাইতে পারে না। বাজিকরের কৌশলে কোনও কোনও সময়ে কাগজাদি জড়বস্তু-নির্ম্মিত অচেতন পক্ষী আদিকে সচেতনের ন্যায় ব্যবহার করিতে—উড়িয়া যাইতে, ডাকিতে—দেখা যায়। নাগর! তোমার অধরও দেখিতেছি খুব বড় একজন কৌশলী বাজিকর! সে শুষ্কবাঁশের বাঁশীটাকেও সচেতন করিতে পারে! তাহা দ্বারা রসপান করাইতে পারে, কথা বলাইতে পারে!!"

শুষ্কেন্ধন—শুষ্ক ইন্ধন (রন্ধনের কাঠ)। যাহাদ্বারা লোকে আগুন জ্বালায়, এরূপ একখানা শুক্‌না কাঠ। **তার**—বেণুর। **ইন্দ্রিয়**—চক্ষু-কর্ণাদি। **আপনা**—আপনাকে, নিজেকে, অধর-রসকে। **পিয়ায়**—পান করায়। **নিরন্তর**—সর্ব্বদা।

"নাগর! তোমার অধর যে বাজিকরী জানে, তাহা দেখাইতেছি, শুন। তোমার যে বেণু, তাহাতো এক খণ্ড শুষ্ক বাঁশের দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছে; এইরূপ বাঁশের দ্বারা লোকে রন্ধনের নিমিত্ত আগুনই জ্বালাইয়া থাকে; সুতরাং ইহার যে কোনরূপ চেতনা নাই, ইন্দ্রিয় নাই, অনুভব-শক্তি নাই, তাহা তুমিও বুঝিতে পার। কিন্তু নাগর! কি আশ্চর্য্য! তোমার অধরের বাজিকরীতে এই শুখ্‌না বাঁশের কাঠি-খানিরও দেখিতে পাই—রসনাদি ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে, মন জন্মিয়াছে! রসনা জন্মাইয়া তোমার অধর নিরন্তরই এই বেণুকে নিজের রস পান করাইতেছে। আবার এই অদ্ভুত বেণুও রসনা লাভ করিয়া অনবরতই তোমার অধর-রস পান করিতেছে! নাগর! তোমার অধর বাস্তবিকই বাজিকর।"

শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইবার নিমিত্ত অধরে বেণু ধারণ করিয়া থাকেন। দিব্যোন্মাদ-গ্রস্তা শ্রীরাধার ভাবে শ্রীমন্-মহাপ্রভু মনে করিতেছেন, বেণু যেন কৃষ্ণের অধর-রসের লোভে আকৃষ্ট হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতেছে; অধর-সুধা যখন পান করিতেছে, তখন এই বেণুর রসনাও (জিহ্বাও) আছে; কিন্তু বেণুর তো জিহ্বা থাকিবার কথা নয়? তাই তিনি মনে করিলেন, কৃষ্ণের অধরের শক্তিতেই বেণুর জিহ্বার উদ্ভব হইয়াছে। সেই জিহ্বার সাহায্যেই বেণু সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতেছে। এই উক্তির ধ্বনি এই যে, বেণু নিরন্তরই কৃষ্ণের অধর-সুধা পান করি-তেছে, কিন্তু আমরা নারী হইয়াও তাহা পান করিতে পাইতেছি না। ইহাতে বেণুর প্রতি ঈর্ষ্যাই প্রকাশ পাইতেছে।

১১৬। বেণুর ধৃষ্টতার কথা বলিতেছেন। **পুরুষাধর**—পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস। **পিঞা পিঞা**—পান করিয়া করিয়া। **নিজ পান**—নিজে যে অধর-সুধা পান করিতেছে সেই সংবাদ।

তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু করসিঞা পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥ ১১৭

অধরামৃত নিজ স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগতের জন।
আমরা ধর্ম্মভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমার করে বিড়ম্বন ॥ ১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"নাগর ! তোমার বেণুর ধৃষ্টতার কথা শুন। তুমি পুরুষ, আমরা নারী ; তুমি গোপ, আমরা গোপী ; তাই তোমার অধর-রসে আমাদেরই অধিকার ; বংশজাতীয় পুরুষ বেণুর তাহাতে কোনও অধিকারই নাই। কিন্তু এই ধৃষ্ট বেণু পুরুষ হইয়াও পুরুষ-তোমার অধর-রস পান করিতেছে ! কেবল যে পান করিয়াই চুপ করিয়া আছে, তাহা নহে ! কি নির্লজ্জ বেণু ! সে পুরুষের অধর-সুধা পান করিতে করিতে আবার আমাদিগকে—গোপীদিগকে তোমার অধর-সুধায় যাদেরই একমাত্র অধিকার, সেই গোপী আমাদিগকে—ডাকিয়া জানাইতেছে যে, সে তোমায় অধর-সুধা পান করিতেছে।"

কৃষ্ণাধর-রস পান করিতে করিতে বেণু গোপীদিগকে কি বলিতেছেন, তাহা তিন ত্রিপদীতে ব্যক্ত হইতেছে।

"অহো শুন গোপীগণ" ইত্যাদি বেণুর উক্তি। **বলে**—বল পূর্ব্বক ; আমার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও। **পিঙ**—পান কবিতেছি। **তোমার ধন**—শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস, যাহাতে একমাত্র তোমাদেরই অধিকার। **অভিমান**—শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে তোমরাই অধিকারিণী, এই অভিমান।

১১৭। **তবে**—যদি তোমাদের অভিমান থাকে, তবে। **লজ্জা**—লোক-লজ্জা। **ভয়**—গুরুজনের ভয়। **ধর্ম্ম**—কুলধর্ম্ম, পাতিব্রত্যাদি। **ছাড়ি**—ছাড়িয়া। **ছাড়ি দিমু**—অধর-রস পান করা আমি ত্যাগ করিব। **করসিঞা পান**—আসিয়া (অধর-রস) পান কর। "লজ্জা-ভয়-ধর্ম্ম ছাড়িব" সঙ্গে ইহার অন্বয়। "কর আসি পান" এবং "আইস দিমু যেন কর পান" পাঠান্তরও আছে। **নহে**—লজ্জা-ভয় ধর্ম্ম ছাড়িয়া যদি না আইস। **পিমু**—পান করিব। **ডর**—ভয়। **দেখোঁ**—দেখি, মনে করি। **তৃণের সমান**—তুচ্ছ।

এই ত্রিপদীর ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস পান করিয়া বেণুর এতই আনন্দমত্ততা জন্মিয়াছে যে, সে অপর কাহাকেও তৃণবৎ জ্ঞানও করে না।

"অহো শুন" হইতে "তৃণের সমান" পর্য্যন্তঃ—নাগর ! ধৃষ্ট বেণু তোমার অধর-রস পান করিতে করিতে আমাদিগকে ডাকিয়া কি বলে, তাহা বলি শুন। বেণু বলে—"হে গোপীগণ ! শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে তোমাদেরই অধিকার বটে ; কিন্তু তোমাদিগকে না দিয়া আমিই তাহা বলপূর্ব্বক পান করিতেছি। তাই বলি, শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে তোমরাই অধিকারিণী, এইরূপ অভিমান যদি তোমাদের থাকে, তবে আইস ; আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, তোমরা লোকলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, গুরুজনের ভয় ত্যাগ করিয়া, কুলধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস; আসিয়া কৃষ্ণের অধর-রস পান কর। তোমাদের সম্পত্তি তোমরাই ভোগ কর ; তোমরা আসিলেই আমি ইহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। তোমরা যদি না আইস, তবে আমিই সর্ব্বদা এই অধর-রস পান করিব, তাতে আমি তোমাদের ভয় করিব না ; আমি কাহাকেও কখনও ভয় করি না ; অন্যকে আমি তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করি, ভয় করিব কেন ? অন্যে আমার কি করিবে ?"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বেণু-ধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ মনে করেন যে, বেণু বুঝি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল কথাই বলিতেছে। আর, বেণু-ধ্বনি শুনিয়া লজ্জা-ধর্ম্মাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্যই তাঁহাদের বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে।

১১৮। এই ত্রিপদীর অন্বয়ঃ—বেণু নিজের স্বরে তোমার (কৃষ্ণের) অধরামৃত সঞ্চারিত করিয়া সেই বলে (শক্তিতে) ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করে।

নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করে তোমার দাসী, শুনি লোকে করে হাসি,
এইমত নারীরে নাচায়॥ ১১৯

শুষ্কবাঁশের কাঠিখান এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি,
চোরার মাকে ডাকি যৈছে কান্দিতে নাই॥ ১২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অধরামৃত—কৃষ্ণের অধর-রস। **নিজ স্বরে**—বেণুর নিজের ধ্বনিতে। **সঞ্চারিয়া**—সঞ্চারিত করিয়া, মাখাইয়া। **সেই বলে**—সেই শক্তিতে, অধরামৃতের শক্তিতে। ইহার ধ্বনি এই যে, বেণুর নিজের স্বরে এমন কোনও শক্তি নাই, যাতে সে ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে; কিন্তু বেণুর স্বরে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হওয়াতে বেণুর স্বরও অধর-রসের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াছে; তাই সে ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ; কারণ, কৃষ্ণের অধরামৃতের ত্রিজগৎ আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে।

ত্রিজগতের জন—"ত্রিজগতের মন" এই পাঠও আছে।

বিড়ম্বন—লাঞ্ছনা, দুর্গতি।

ধৈর্য্য ধরি—তোমার অধর-রস পান করিবার নিমিত্ত আমরাও নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও চঞ্চল হই সত্য; কিন্তু তথাপি, ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় যদি আমরা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিয়া গৃহে বসিয়া থাকি।

রাধাভাবে প্রভু আরও বলিলেন—"কিন্তু নাগর! আমরা (গোপীগণ) যদি ধর্ম্ম-নাশের আশঙ্কা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক গৃহে বসিয়া থাকি, তোমার নিকট না আসি, তাহা হইলে সেই ধৃষ্ট বেণু আমাদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত করিতে থাকে।" কিরূপে লাঞ্ছনা করে, তাহা পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে ব্যক্ত আছে।

১১৯। নীবি—কটিবন্ধন। **খসায়**—খুলিয়া দেয়। **গুরু-আগে**—শ্বাশুড়ী-স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে। **কেশে ধরি**—চুলে ধরিয়া।

"নাগর! তোমার বেণু কিরূপে আমাদিগকে বিড়ম্বিত করে, তাহা বলি শুন। আমরা যখন শ্বাশুড়ী-আদি গুরুজনের নিকটে থাকি, তোমার ধৃত বেণু তখনও আমাদের কটিবন্ধন খুলিয়া দেয়, তখন আমাদের উলঙ্গ হওয়ার উপক্রম হইয়া পড়ে। নাগর! তোমার বেণুর দৌরাত্ম্যে আমাদের লজ্জা গেল, ধর্ম্ম গেল, সবই গেল। কেবল কটিবন্ধন শিথিল করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; তোমার বেণু আমাদিগকে যেন বলপূর্ব্বক কেশে ধরিয়াই তোমার নিকটে লইয়া আসে, আনিয়া তোমার চরণে দাসী করিয়া দেয়। আমাদের এই সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া লোকে হাসি ঠাট্টা করে। নাগর! তোমার ধৃষ্ট বেণু এইরূপেই আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেছে। তোমার বেণুর এমনই শক্তি যে, আমরা আর স্ববশে থাকিতে পারি না, পুতুলের ন্যায় তাহার ইচ্ছানুসারে, তাহারই হাতে এই ভাবে আমাদিগকে নৃত্য করিতে হয়।"

তাৎপর্য্য এই:—শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির এমনি মোহিনী শক্তি, এমনি সুরত-বাসনা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা যে, তাহা শুনিয়া গোপ-কিশোরীগণ আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন না; লজ্জা-ধর্ম্মাদির কথা যেন তাঁহারা সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যায়েন। শ্বাশুড়ী-আদি গুরুজনের সাক্ষাতেও যখন তাঁহারা থাকেন, তখনও যদি কৃষ্ণের বেণু-ধ্বনি শুনিতে পায়েন, তাহা হইলেও সুরত-বাসনার উদ্দীপনায় তাঁহাদের কটিবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, লজ্জা-ধর্ম্মাদি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া তখনই কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হয়েন, দাসীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার নিমিত্ত তাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠেন। শারদীয় মহারাসের রজনীতেও এইরূপ হইয়াছিল।

১২০। শুষ্ক বাঁশের কাঠি খান—কৃষ্ণের বেণু।

দশা—অবস্থা। **গোসাঞি**—গোস্বামী, ভগবান্।

"নাগর! তোমার বেণুটী তো শুষ্ক বাঁশের তৈয়ারী; তাতেই সে আমাদিগের এত অপমান করে! আমাদের লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগ করায়! কেশে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তোমার চরণে আমাদিগকে দাসী করে! আমরা কুলকামিনী,

অধরের এই রীতি, আর শুনহ কুনীতি,
সে-অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত-সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা' ॥ ১২১

সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতাসব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায় ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কখনও ঘরের বাহির হইনা, স্বপ্নেও পরপুরুষের মুখ দেখি না ; সেই আমাদিগের এত লাঞ্ছনা, তোমার বেণুর হাতে !! তোমার বেণু আমাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া বনে আনিয়া পরপুরুষের দাসী করিয়া দেয় !!! হা বিধাতঃ! আমাদিগের অদৃষ্টে কি এতই লাঞ্ছনা তুমি লিখিয়াছিলে ?”

না সহি—বেণুর অত্যাচার সহ্য না করিয়াই বা। **তাহে**—তাই, সেইজন্য। **মৌন ধরি**—চুপ করিয়া। **চোরার মাকে** ইত্যাদি—চোর চুরি করিয়া অপকর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া সেই দুঃখে তাহার মাতা যেমন পুত্রের নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে না, কারণ, কান্না শুনিয়া পাছে রাজকর্ম্মচারী আসিয়া পুত্রকে ধরিয়া লইয়া যায় ; তদ্রূপ তোমার বেণুর অত্যাচারেও আমরা লোকলজ্জা-ভয়ে প্রকাশ্যভাবে কিছু বলিতে পারি না ; তাহার অত্যাচর অসহ্য হইলেও নীরবে আমাদিগকে তাহা সহ্য করিতে হয়।

“নাগর ! শুন তোমার অধর চরিত” বলিয়া যে কৃষ্ণাধরের আচরণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই ত্রিপদী পর্য্যন্ত তাহা শেষ হইল।

১২১। **অধরের এই রীতি**—নাগর ! এইরূপই (পূর্ব্বোক্তরূপই) তোমার অধরের আচরণ। **রীতি**—নিয়ম ; ইহার ধ্বনি এই যে, কৃষ্ণের অধর-রস সর্ব্বদাই এইরূপ করিয়া থাকে, যেন ইহা তাহার নিত্যকর্ম্ম।

কুনীতি—কুৎসিৎ প্রথা। **মেলা**—মিলন।

“নাগর ! এইরূপই তোমার অধরের ব্যবহার। সেই অধরের সঙ্গে যাহাদের মেলামেশা হয়, এক্ষণে তাহাদের কুৎসিৎ আচরণের কথা শুন।” এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ষ্য-ভোজ্য-পানাদির কথাই বলা হইতেছে।

ভক্ষ্য ভোজ্যপান—যাহা ভোজন করা হয় বা যাহা পান করা হয়, **সেই ভক্ষ্য ভোজ্যপান**—কৃষ্ণাধর-স্পৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য বা পানীয়। শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা ভোজন করেন, তাহার সহিত তাঁহার অধরের সংযোগ হয় ; সুতরাং তাহাতে কৃষ্ণাধর-রস-সঞ্চারিত হয়। **ভক্ষ্য ভোজ্য**—যে সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের যোগ্য। **হয় অমৃতসমান**—তোমার অধরস্পৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় অমৃতের তুল্য স্বাদু হয়।

১২২। **সে ফেলার**—সেই কৃষ্ণ-ফেলার ; শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের। **এক লব**—এক কণিকাও। **না পায় দেবতাসব**—দেবতাগণও পাইবার যোগ্য নহেন। **এ দম্ভে**—কৃষ্ণ-ফেলার এই অহঙ্কারের কথা ; অন্যের কথা তো দূরে, দেবতারাও নাকি ইহা পাইবার যোগ্য নহে ; ইহাই কৃষ্ণ-ফেলার দম্ভের হেতু। **কে বা পাতিয়ায়**—কে বিশ্বাস করিবে ? কেহই বিশ্বাস করিবেনা। **পাতিয়ায়**—প্রত্যয় করে, বিশ্বাস করে। **পুণ্য**—সৎকর্ম্ম, স্বর্গাদিপ্রাপক সৎকর্ম্ম নহে ; শুদ্ধা-প্রেম-ভক্তির অনুষ্ঠানরূপ সৎকর্ম্ম। **সুকৃতি**—উত্তম কৃতি বা কর্ম্ম যাঁহার। যিনি বহু জন্ম পর্য্যন্ত নিরপরাধে শুদ্ধা-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

এইরূপই এই ত্রপদীর “পুণ্য” ও “সুকৃতি” শব্দের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু রাধাভাবে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বোধ হয় এ স্থলে পুণ্য-শব্দের সাধারণ অর্থের কথাই বলিতেছেন।

“নাগর ! তোমার অধরের ধৃষ্টতার কথা তো বলিলাম ; যাহাদের সঙ্গে তোমার সেই অধরের সংযোগ হয়, এক্ষণে তাহাদের কথাও কিছু শুন। তোমার অধর অত্যন্ত দাম্ভিক ; আর যাহাদের সঙ্গে তোমার অধরের সংযোগ হয়, সঙ্গ-দোষে তাহারাও ভয়ানক দাম্ভিক হইয়া পড়ে। নাগর ! তুমি যাহা ভোজন কর, কিম্বা যাহা পান কর, তোমার অধরের সহিত তাহার সংযোগ তো হয়ই। কিন্তু তোমার ধৃষ্ট দাম্ভিক অধরের সঙ্গ পাইয়াই তোমার ভোজ্য-

কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভপরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃত-সার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী॥ ১২৩

এ সব তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটি,
বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ?।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত-পান॥ ১২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পানীয়াদিও দাম্ভিক হইয়া পড়ে - বলে, 'আমরা অমৃতের সমান স্বাদু হইয়াছি, আমাদিগকে এখন হইতে আর কেহ ভোজ্য-পানীয় বলিয়া ডাকিবে না, এখন হইতে আমাদের নাম কৃষ্ণ-ফেলা; কৃষ্ণ-ফেলা বলিয়াই ডাকিবে।' আরও কি বলে শুন! বলে 'দেবতারাও আমাদের (কৃষ্ণ ফেলার) এক কণিকা পর্য্যন্ত পাইবার যোগ্য নহে।' নাগর! তোমার ভোজ্য-পানীয়ের, তোমার ভুক্তাবশেষের এইরূপ দম্ভসূচক কথায় কে বিশ্বাস করিবে, বলিতে পার? তোমার ভুক্তাবশেষ বলে—যে ব্যক্তি বহু জন্ম পর্য্যন্ত বহু পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছে, একমাত্র সে ব্যক্তিই নাকি তোমার ভুক্তাবশেষের কণিকা লাভ করিবার পাত্র!"

শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর এই উক্তিগুলি কৃষ্ণাধরামৃতের নিন্দাচ্ছলে স্তুতি। বাহ্যতঃ ইহা বৃন্দাবনেশ্বরীর অবজ্ঞা-বাক্য। এই উক্তিগুলির গূঢ় মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ:—ভোজ্য-পানীয়ের সঙ্গে যখন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতের সংযোগ হয়, তখন তাহা দেবতাদের পক্ষেও দুর্ল্লভ-বস্তু হইয়া পড়ে, বহু জন্ম ব্যাপিয়া শুদ্ধা-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছেন, একমাত্র তিনিই কৃষ্ণাধরামৃতের কণিকা লাভ করিতে সমর্থ।

ইহা "ব্রজাতুল"-শ্লোকে "সুকৃতি-লভ্য ফেলালবের" অর্থ।

১২৩। **তাম্বূল**—পান। **নাহি মূল**—মূল্য নাই, অমূল্য। **তার যে বা উদ্গার**—সেই তাম্বূলের যে উদ্গার। **আলবাটী**—চর্ব্বিত-তাম্বূলাদি ফেলিবার পাত্র। পিক্‌দানী।

"নাগর! তোমার চর্ব্বিত তাম্বূলের দম্ভের কথা শুন। তুমি যে তাম্বূল চর্ব্বণ কর, তাহার সহিত তোমার অধরের সংযোগ হয়; তাতেই গর্ব্বিত হইয়া তোমার তাম্বূল বলে যে, সে নাকি একটী অমূল্য বস্তু; নাগর! তোমার তাম্বূলের এই দম্ভ কি সহ্য হয়? কেবল কি ইহাই? তুমি মুখ হইতে যে চর্ব্বিত তাম্বূল ফেলিয়া দাও, সে বলে, ইহা নাকি অমৃত অপেক্ষাও দুর্ল্লভ! অমৃত অপেক্ষাও স্বাদু ও লোভনীয়!! আর, সে এমনি দাম্ভিক যে, সে অন্য কোনও পিক্‌দানীতে পতিত হইবে না, গোপীদিগের মুখকেই সে পিক্‌দানী করিয়াছে!!!"

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল অমৃতকেও পরাজিত করিয়া থাকে, এবং ইহার অপূর্ব্ব স্বাদুতায় মুগ্ধ হইয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিজেদের মুখেই ইহা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে।

ইহা "সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ" এর অর্থ।

১২৪। **কুটীনাটি**—কুটিলতা। **কাহে**—কেন? **নহ**—হইও না। **বধভাগী**—বধের ভাগী।

"নাগর! এই সমস্ত তোমারই কুটিলতার ফল। তোমার কুটিলতা-বশতঃ তুমি তোমার অধরের দ্বারা এ সব কাজ করাইতেছ। এ সব কুটিলতা ত্যাগ কর। বেণুর যোগে অধর-সুধা পাঠাইয়া কেন আমাদের প্রাণ হরণ করিতেছ? ইহাতে তোমার আনন্দ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের যে প্রাণ যায়! নিজের কৌতুকের নিমিত্ত কেন নারীবধের ভাগী হইতেছ? এ সব ত্যাগ কর।" এ সব কথা বলিতে বলিতেই প্রভুর ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, ক্রোধের ভাব দূরীভূত হইল, এবং শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার কথা বলিতে বলিতে অধর-সুধা পানের নিমিত্ত লালসার উদয় হইল; তাই রাধাভাবে প্রভু আবার বলিলেন "নাগর। আমাদিগকে তোমার অধরামৃত দান কর, প্রাণে বাঁচাও।"

দেহ নিজাধরামৃত-পান—"সুরতবর্দ্ধনং" শ্লোকের "বিতর নস্তেঽধরামৃতং" এর অর্থ।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর উক্ত প্রলাপবাক্য-সমূহে—বেণুকে পুরুষ মনে করা, বেণুর ইন্দ্রিয়-মনাদির অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে করা, গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বেণু ধৃষ্টতামূলক বাক্য প্রকাশ করিতেছে মনে করা প্রভৃতি বাক্যে—ভ্রমাভা বৈচিত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রমাভা বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদের লক্ষণ; সুতরাং প্রভুর এই প্রলাপ বাক্যটী দিব্যোন্মাদের প্রলাপই। আর, ইহা যখন প্রেমবৈবশ্যের বাচনিক অভিব্যক্তি, তখন ইহা চিত্রজল্পাদিরই অন্তর্গত। কিন্তু ইহা চিত্রজল্প নহে, কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিরহ-সময়ে দূতরূপে সমাগত কোনও কৃষ্ণ-সুহৃদের উপস্থিতিতেই এবং ঐ কৃষ্ণ-সুহৃদ্‌কে লক্ষ্য করিয়াই চিত্রজল্পের বাক্যগুলি উক্ত হয়—"প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে।" আর চিত্রজল্পে কৃষ্ণের প্রতি গূঢ় রোষও প্রকাশ পায়—"গূঢ়-রোষাভিজৃম্ভিতঃ।" চিত্রজল্পের অন্তে, তীব্র উৎকণ্ঠাও প্রকাশ পায়—"যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ।" "প্রেষ্ঠস্য সুহৃদলোকে গূঢ়-রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরি ভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪০।"

উক্ত প্রলাপের সর্ব্বশেষে "দেহ নিজাধরামৃত দান"-বাক্যে উৎকণ্ঠার এবং "এসব তোমার কুটিনাটি ছাড় এই পরিপাটী, বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ। আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী" ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি গূঢ়-রোষের পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহাতে কোনও কৃষ্ণদূতের বা কৃষ্ণসুহৃদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া এবং প্রলাপের বাক্যগুলিও কোনও সুহৃদ্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই বলিয়া এই প্রলাপটী চিত্রজল্পের উদাহরণরূপে গণ্য হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন, ইহা চিত্রজল্পের অন্তর্গত প্রজল্প। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। প্রজল্পে চিত্রজল্পের সাধার লক্ষণ থাকিবে এবং প্রজল্পের বিশেষ লক্ষণও থাকিবে। কিন্তু এই প্রলাপে চিত্রজল্পের সকল সাধারণ লক্ষণ নাই—কৃষ্ণসুহৃদের উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা চিত্রজল্পই হয়না, প্রজল্প হইবে কিরূপে? প্রজল্পের বিশেষ লক্ষণগুলি বিচার করা যাউক। প্রজল্পে অসূয়া, ঈর্ষ্যা, মদযুক্ত অবজ্ঞা-মুদ্রা এবং কৃষ্ণের অকৌশলের (অর্থাৎ অনিপুণতার) কথা থাকে। "অসূয়েৰ্ষ্যা মদযুজা যোহবধীরণ-মুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ত্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪১।" এই প্রলাপে বেণুর প্রতি অসূয়া এবং ঈর্ষ্যা আছে; শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ হইয়া পুরুষ বেণুকে স্বীয় অধরামৃত দিতেছেন বলায় তাঁহার অকৌশলের কথাও আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; এবং "সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান" ইত্যাদি ত্রিপদীতে অবজ্ঞা-মুদ্রারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়; কিন্তু গোপীর আত্মোৎকর্ষসূচক মদ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং বেণুর অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হওয়ার উক্তি থাকায় নিজের অসহায় অবস্থাই প্রলাপে সূচিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রজল্পের সমস্ত বিশেষ লক্ষণ ইহাতে যদিও বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলেও ইহা প্রজল্প হইত না; কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান নাই।

দিব্যোন্মাদ-জনিত প্রেমবৈবশ্যের দুই রকম অভিব্যক্তি—কায়িক ও বাচনিক। কায়িক অভিব্যক্তির নাম উদ্‌ঘূর্ণা—"স্যাদ্‌বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্য-চেষ্টিতম্—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩৭।" আর বাচনিক অভিব্যক্তির চিত্রজল্পাদি অনেক ভেদ আছে। "উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তভেদা বহবো মতাঃ।—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩৭।" জল্প-শব্দেই বাচনিক অভিব্যক্তি সূচিত হইতেছে। যাহাহউক, উক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাচনিক অভিব্যক্তির মধ্যে চিত্রজল্প এক রকম ভেদ মাত্র, তাহা ছাড়া আরও অনেক রকমের ভেদ আছে; "চিত্রজল্পাদ্যাঃ" শব্দের অন্তর্গত "আদ্যাঃ" শব্দেই অন্যান্য ভেদের কথা বলা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য প্রলাপ-বাক্যটীও এই "আদ্যা"-শব্দে লক্ষিত বহুবিধ ভেদের একটী ভেদ বলিয়া মনে হয়।

মাদনাখ্য মহাভাবের একটী বৈচিত্রী এই যে, ইহাতে ঈর্ষ্যার অযোগ্য বস্তুতেও বলবতী ঈর্ষ্যা অভিব্যক্ত হয়। "অত্রের্ষ্যায়া অযোগ্যেহপি প্রবলের্ষ্যা বিধায়িতা।—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫৭।" আলোচ্য প্রলাপে অযোগ্য বেণুর প্রতিও তীব্র ঈর্ষ্যা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি ইহাতে মাদনাখ্য মহাভাব প্রকটিত হয় নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে,

কহিতে কহিতে প্রভুর ভাব ফিরি গেল।
ক্রোধ-অংশ শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাঢ়িল॥ ১২৫
পরমদুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত॥ ১২৬
যোগ্য হঞা তাহা কেহো করিতে না পায় পান।
তথাপি নির্লজ্জ সেই বৃথা ধরে প্রাণ॥ ১২৭
অযোগ্য হঞা তাহা কেহো সদা পান করে।
যোগ্যজন নাহি পায়—লোভে মাত্র মরে॥ ১২৮
তাহে জানি, কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল॥ ১২৯
কহ রামরায়! কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পঢ়ে রায় গোপিকার বচন॥ ১৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অথবা মিলনের অনুভবেই মাদনের অভিব্যক্তি; আলোচ্য প্রলাপে মিলন বা মিলনের অনুভব নাই, আছে তীব্র বিরহের ভাব।

১২৫। **ভাব ফিরি গেল**—প্রভুর মনে ক্রোধ এবং উৎকণ্ঠা উভয়ই ছিল; এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তন হইল—অধর-রসের মাধুর্য্য বর্ণন করিতে করিতে তৎপ্রতিই চিত্ত আকৃষ্ট হইল, তাতে ক্রোধ দূরীভূত হইল, উৎকণ্ঠা বলবতী হইয়া উঠিল।

১২৬। কৃষ্ণের অধরামৃতের জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ এই পয়ার প্রভুর উক্তি।

১২৭। **যোগ্য**—পানের যোগ্য, গোপীগণ।

যোগ্য হঞা ইত্যাদি—কৃষ্ণের অধরামৃত পান করার যোগ্য হইয়াও কেহ কেহ ইহা পান করিতে পারে না। প্রভুর উক্তির ধ্বনি এই:—শ্রীকৃষ্ণ গোপ, আমরা গোপী; সুতরাং আমরাই তাঁহার অধরামৃত পান করার যোগ্যা পাত্রী; কিন্তু বেণুর অত্যাচারে আমরা তাহা পান করিতে পারিতেছি না।

তথাপি ইত্যাদি—বেণু অযোগ্য হইয়াও পান করিতেছে, আর আমরা যোগ্য হইয়াও তাহা পান করিতে পাইতেছি না; ইহা অপেক্ষা আমাদের লজ্জার বিষয় আর কি আছে! এই লজ্জায় প্রাণ ত্যাগ করাই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের প্রাণ এতই নির্লজ্জ যে, এখনও আমাদের দেহ হইতে বহির্গত হইতেছে না।

১২৮। **অযোগ্য**—অধরামৃত পান করার অযোগ্য, প্রাণহীন বেণু।

কেহো—বেণু। **যোগ্যজন**—গোপীগণ।

"বেণু—প্রাণহীন শুষ্ক বাঁশের বেণু কৃষ্ণাধরামৃত পানের পক্ষে সর্ব্বথা অযোগ্য হইয়াও সর্ব্বদা তাহা পান করিতেছে; আর আমরা গোপীগণ, যোগ্যা হইয়াও তাহা পাইতেছি না, কেবল লোভের তাড়নায় ছট্ ছট্ করিয়া মরিতেছি।"

১২৯। **তাহে**—তাহা হইতে; অযোগ্যও পান করে, অথচ যোগ্যও পান করিতে পাইতেছে না, ইহা দেখিয়া। **তপস্যা**—তপের অনুষ্ঠান। **বল**—শক্তি। **অযোগ্যের** ইত্যাদি—যে তপস্যার ফল অযোগ্যকেও কৃষ্ণাধরামৃত-রূপ ফল দেওয়ায়।

"যোগ্য হইয়াও আমরা যাহা পাইতেছি না, বেণু অযোগ্য হইয়াও সর্ব্বদা সেই কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, যেন এমন কোনও তপস্যা আছে, যাহার অনুষ্ঠানে অযোগ্যও যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; বোধ হয় বেণু সেই তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহারই ফলে অযোগ্য হইয়াও বেণু কৃষ্ণের অধরামৃত পান করিতেছে।"

১৩০। এই সকল কথা বলিতে বলিতে প্রভুর কিঞ্চিৎ অর্দ্ধবাহ্য হইল; কিন্তু অন্তরে ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল; এমতাবস্থায় প্রভু রামরায়কে আদেশ করিলেন, কোনও শ্লোক পড়ার নিমিত্ত। রামরায়ও প্রভুর মনের ভাব জানিয়া ভাবের অনুকূল "গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং" শ্লোকটী পাঠ করিলেন।

তথাহি (ভাঃ—১০।২১।৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অন্যা ঊচুঃ হে গোপ্যঃ অয়ং বেণুঃ কিং স্ম পুণ্যমারচৎ কৃতবান্। কথং যদ্ যস্মাৎ গোপিকানামেব ভোগ্যাং সতীমপি দামোদরাধরসুধাং স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্তে। কথং অবশিষ্টরসং কেবলমবশিষ্টরসমাত্রং যথা ভবতি। যতঃ যাসাং পয়সা অয়ং বেণুঃ পুষ্টঃ তা মাতৃতুল্যাঃ হ্রদিন্যঃ হৃষ্যত্ত্বচো বিকশিতকমলমিষেণ রোমাঞ্চিতা লক্ষ্যন্তে। যেষাং বংশে জাতস্তে তরবোঽপি মধুধারামিষেণ আনন্দাশ্রু মুমুচুঃ। যথা আর্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎ-সেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুঞ্চন্তি তদ্বৎ। স্বামী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১১। অন্বয়। গোপ্যঃ (হে গোপীগণ)! অয়ং বেণুঃ (এই বেণু) কিং স্ম (কি অপূর্ব্ব) কুশলং (পুণ্য) আচরৎ (আচরণ করিয়াছে)? যৎ (যেহেতু) গোপিকানাম্ অপি (গোপিকাদিগেরই—গোপীদেরই ভোগযোগ্য) দামোদরাধরসুধাং (শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা) স্বয়ং (স্বয়ং) অবশিষ্টরসং (নিঃশেষরূপে) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ—পান করিতেছে); হ্রদিন্যঃ (হ্রদিনীসকল) হৃষ্যত্ত্বচঃ (রোমাঞ্চিত হইতেছে), আর্য্যাঃ যথা (কুলবৃদ্ধগণের ন্যায়) তরবঃ (বৃক্ষগণ) অশ্রু (অশ্রু) মুমুচুঃ (পরিত্যাগ করিতেছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুরী শুনিয়া কোনও ব্রজ-ললনা কহিলেন—হে গোপীগণ! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্যাচরণ করিয়াছে জানিনা। যেহেতু, এই বেণু গোপীদিগেরই ভোগযোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা স্বয়ং যথেষ্টভাবে নিঃশেষরূপে পান করিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্রও রস অবশিষ্ট রাখিতেছে না। (এই বেণুর আরও সৌভাগ্য দেখ)—যেরূপ আর্য্য কুলবৃদ্ধগণ (স্ববংশে ভগবদ্ভক্তের জয় দেখিয়া) আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন এবং রোমাঞ্চিত হন; সেইরূপ (যাহাদের জলে এই বেণু পুষ্ট হইয়াছে, সেই মাতৃতুল্যা) হ্রদিনী সকল, (ইহার সৌভাগ্য দেখিয়া, বিকশিত কমল-চ্ছলে) রোমাঞ্চ প্রকাশ করিতেছে এবং (যাহাদের বংশে এই বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই) তরুগণও (মধুধারাচ্ছলে) আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। ১১

কোনও গোপী তাঁহার সখীগণকে বলিলেন—"সখিগণ! এই শুষ্ককাষ্ঠের বেণু এজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে—নিশ্চয়ই কোনও তপস্যা করিয়া থাকিবে; নচেৎ—গোপজাতীয়া—আমাদেরই স্বজাতীয় গোপ-শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা - যাহা স্বজাতীয় বলিয়া—একমাত্র আমাদেরই ভোগ্য, সেই—কৃষ্ণাধরসুধা এই বেণু কিরূপে পান করিতে পাইবে? **গোপিকানাম্ দামোদরাধরসুধাম্**—গোপীদিগেরই দামোদরাধরসুধা, অন্যের নহে। দামোদর বলিতে—যে গোপ-বালককে গোপিকা যশোদা দাম বা রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন, সেই গোপবালক কৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে; এই দামোদর-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, তিনি গোপিকা-তনয়, গোপজাতীয়; সুতরাং তাঁহার অধর-সুধায় একমাত্র গোপ-বালাদেরই—গোপিকানাম্ এব—অধিকার আছে, অন্য কাহারও তাহাতে অধিকার নাই—ইহাই শ্লোকস্থ "গোপিকানাম্" শব্দের তাৎপর্য্য। যাহাহউক, একমাত্র গোপীদেরই ভোগ্য যে কৃষ্ণাধর-সুধা, তাহা গোপীদিগকে না দিয়া এই বেণুই **স্বয়ং**—স্বয়ং, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই, আমাদিগের অনুমতি না লইয়াই আমাদের ভোগ্য অধর-সুধা **অবশিষ্টরসম্**—"ন বশিষ্টঃ অনবশিষ্টো রসঃ কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ তথা ভুঙ্‌তে। বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমিত্যাদিনা অকারলোপঃ। চক্রবর্ত্তী॥ বশিষ্টং অবশিষ্টম্। বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমিত্যাদে র্ন বশিষ্টং অবশিষ্টম্ অনবশিষ্টম্ ইত্যর্থঃ। বৈষ্ণবতোষণী॥—বৈষ্ণবতোষণীকার শ্রীজীবগোস্বামী এবং চক্রবর্ত্তিপাদ উভয়েই বলেন, এস্থলে "বশিষ্ট"-শব্দের অর্থ "অবশিষ্ট" এবং 'অবশিষ্ট'-শব্দের অর্থ 'অনবশিষ্ট'। সাধারণ নিয়মানুসারে

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া। ১৩১

যথারাগ :—

এহো ব্রজেন্দ্র-নন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে মানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয়॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

'ন অবশিষ্ট অনবশিষ্টই' হওয়ার কথা, কিন্তু 'বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমিত্যাদি' ব্যাকরণের বিধান অনুসারে অ-কার লোপ হওয়ায় অবশিষ্ট 'অনবশিষ্ট' না হইয়া 'অবশিষ্ট—ন বশিষ্ট' হইয়াছে। শেষ অর্থ—অনবশিষ্টই ; যাহাতে রসের কিছুই থাকে না, সেই ভাবেই পান করা হয়।" যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র রসও অবশিষ্ট না থাকে, সেইভাবেই—নিঃশেষরূপে **ভুঙক্তে**—ভোগকরে, পান করিয়া থাকে। কৃষ্ণের অধর-সুধায় একমাত্র গোপীদিগের অধিকার থাকিলেও গেপীদিগের অনুমতি না লইয়াই এই বেণু একাকীই তাহা পান করিতেছে—কাহারও জন্য একবিন্দু সুধাও অবশিষ্ট রাখিতেছেনা, নিজেই তাহা নিঃশেষে পান করিতেছে। এই বেণুর এই সৌভাগ্য দেখিয়া—যাহাদের জলে ইহা (যে বাঁশ হইতে এই বেণুর উদ্ভব, সেই বাঁশ) পুষ্ট হইয়াছিল, মাতৃতুল্য সেই **হ্রদিন্যঃ**—হ্রদিনীসকল, হ্রদসমূহ **হৃষ্যত্ত্বচঃ**—বিকশিত-কমলচ্ছলে যেন রোমাঞ্চিত হইয়াছে (প্রস্ফুটিত কমল-সমূহকেই হ্রদের রোমাঞ্চ বলা হইয়াছে); আর, **আর্য্যাঃ**—কুলবৃদ্ধগণ, পূর্ব্বপুরুষগণ স্ববংশে ভগবদ্ভক্ত দর্শন করিয়া **যথা**—যেমন পুলকিত হয়েন ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, তদ্রূপ যাহাদের বংশে এই বেণুর জন্ম, সেই **তরবঃ**—তরুগণ **অশ্রু**—আনন্দাশ্রু **মুমুচুঃ**—মোচন করিতেছে। বাঁশ হইতে বেণুর জন্ম ; বাঁশ একরকম তরু ; সুতরাং তরুগণের বংশেই বেণুর জন্ম ; বেণুর সৌভাগ্য-দর্শনে তাই বেণুর পূর্ব্বপুরুসদৃশ তরুগণ আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে ; তরুগণের মধু-ধারাকেই এস্থলে আনন্দাশ্রু বলা হইতেছে। আর মাতৃস্তন্য পান করিয়াই শিশু পুষ্ট হয় ; সেই শিশুর কোনও অপূর্ব্ব সৌভাগ্য দর্শন করিলে আনন্দে মাতার দেহে রোমাঞ্চ হইয়া থাকে ; ইহা স্বাভাবিক। যে বাঁশ হইতে এই বেণুর জন্ম, সেই বাঁশও হ্রদের জল আকর্ষণ করিয়া (শিশু যেমন মাতৃস্তন্য আকর্ষণ করিয়া পুষ্ট হয়, তদ্রূপ) পুষ্ট হইয়াছে ; তাই বেণুর এই সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দে হ্রদেরও রোমাঞ্চের উদয় হইয়াছে। হ্রদের মধ্যে যে কমল সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই কমল-সমূহকেই হ্রদের রোমাঞ্চ বলা হইয়াছে।

১৩১। **ভাবাবিষ্ট হঞা**—গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া।

অর্থ করে—পূর্ব্ববর্ত্তী "গোপ্য" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিলেন—"এহো ব্রজেন্দ্র-নন্দন" ইত্যাদি ত্রিপদীসমূহে।

১৩২। **এহো**—এই শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজেন্দ্র-নন্দন**—ব্রজগোপরাজ-শ্রীনন্দমহাশয়ের পুত্র, সুতরাং গোপজাতি। **ব্রজের কোন কন্যাগণ**—ব্রজের কোনও গোপকন্যা, গোপীগণকেই **করিবে পরিণয়**—বিবাহ করিবেন ; স্বজাতীয়ের সঙ্গেই বিবাহ হইয়া থাকে ; সাধারণতঃ অপর-জাতীয়া কন্যার সহিত কাহারও বিবাহ হয় না ; সুতরাং গোপ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোনও গোপীকেই বিবাহ করিবেন। **সেই সম্বন্ধে**—সেই স্বজাতীয়-সম্বন্ধের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোনও না কোনও গোপীরই বিবাহের সম্ভাবনার কথা মনে করিয়া। **যারে মানে নিজধন**—শ্রীকৃষ্ণের যে অধর-সুধাকে নিজেদেরই ভোগ্য সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধায় নিজেদেরই অধিকার মনে করেন। **অন্যের**—গোপী ব্যতীত অপরের। **লভ্য**—প্রাপ্তির যোগ্য।

সে সুধা—গোপীদিগের নিজধন শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা।

অন্যের লভ্য নয়—পুরুষের অধর-সুধায় তাঁহার প্রেয়সীদিগেরই অধিকার ; প্রেয়সী ব্যতীত অন্য কাহারও তাহাতে অধিকার নাই ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধায় কেবল মাত্র গোপীদিগেরই অধিকার, এবং গোপী ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার নাই, সুতরাং অন্য কাহারও পক্ষে ইহা প্রাপ্তির যোগ্য নহে।

গোপীগণ! কহ সভে করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ-মন্ত্র জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে? ॥ ধ্রু ॥ ১৩৩

হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ-জাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥ ১৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোপীভাবে প্রভু বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপরাজের পুত্র, সুতরাং গোপজাতি; তিনি নিশ্চয়ই কোনও গোপ-কন্যাকেই বিবাহ করিবেন, গোপকন্যা ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি বিবাহ করিতে পারিবেন না। তাই গোপকিশোরীগণের কেহই তাঁহার অধর-সুধা পানে অধিকারিণী; যেহেতু, পতির অধর-সুধায় একমাত্র পত্নীরই অধিকার। এজন্য গোপ-সুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধাকে তাঁহাদেরই (অথবা তাঁহাদের মধ্যে কাহারই) ভোগ্য নিজ সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন; ইহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই, অন্য কেহ ইহাকে নিজের ভোগ-যোগ্য বলিয়াও মনে করিতে পারে না। কিন্তু এই বেণু স্থাবর-জাতি, গোপজাতি নহে, মানুষও নহে; তাতে আবার পুরুষ। সুতরাং কোনও মতেই কৃষ্ণের অধর-সুধায় ইহার অধিকার থাকিতে পারে না। তথাপি এই ধৃষ্ট বেণু কিরূপে কোন্ সম্বন্ধের বলে যে কৃষ্ণের অধর-সুধা পানের অধিকারী হইল, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, এমন কোনও তপস্যা আছে, যাহার অনুষ্ঠানে অযোগ্যও যোগ্য হইতে পারে, অনধিকারীও অধিকারী হইতে পারে; বেণু বোধ হয় সেই তপস্যারই অনুষ্ঠান করিয়াছে; তাই অনধিকারী হইয়াও এই বেণু শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পানের অধিকার পাইয়াছে।"

১৩৩। গোপীগণ—সম্ভবতঃ স্বরূপদামোদরাদিকে লক্ষ্য করিয়াই গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু "গোপীগণ" বলিয়াছেন। **কোন্ তীর্থে**—পবিত্র তীর্থ-স্থানে তপশ্চর্য্যাদির মাহাত্ম্য বেশী বলিয়া তীর্থস্থানের উল্লেখ করিতেছেন। **কোন্ তপ**—কোন্ কঠোর তপস্যা। **সিদ্ধ মন্ত্র**—যে মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধিলাভ (বাঞ্ছিত ফল-লাভ) নিশ্চিত। **জন্মান্তরে**—অন্য জন্মে, পূর্ব্বজন্মে।

গোপীভাবে প্রভু স্বরূপদামোদরাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"গোপীগণ! আমার প্রিয়সখিগণ! তোমরা হয় তো অনেকের নিকটে অনেক রকম তপস্যার কথা শুনিয়াছ, অনেক রকম সিদ্ধমন্ত্রের কথা শুনিয়াছ, অনেক তীর্থের মাহাত্ম্যের কথাও শুনিয়াছ। তোমরা বিচার করিয়া বল তো, এই বেণু পূর্ব্বজন্মে কোন্ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছে? কোন্ সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়াছে? কোন্ তীর্থে বসিয়া বা তপস্যা বা সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়াছে? যাহার ফলে বেণু কৃষ্ণের অধর-সুধা পানের অধিকার পাইল?"

"ইহা "গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুঃ" অংশের অর্থ।

১৩৪। যে—যে কৃষ্ণাধর-সুধা। **মুধা**—মিথ্যা, নগণ্য। **যে কৈল অমৃত মুধা**—যে অমৃতকেও মিথ্যা (নগণ্য) করিয়াছে; যে কৃষ্ণাধর-সুধা নিজের আস্বাদন-চমৎকারিতায় অমৃতের আস্বাদকেও নিতান্ত হেয়, নগণ্যরূপে পরিগণিত করিয়াছে। **যার আশায়**—যে অধর-সুধা-প্রাপ্তির আশায়। **অযোগ্য**—অধর-সুধা পানের অযোগ্য, যেহেতু এই বেণু আমাদের মতন নারী নহে, স্থাবর বৃক্ষ।

"যাহার আস্বাদন-চমৎকারিতার তুলনায় অমৃতের স্বাদও নিতান্ত নগণ্য, যাহা লাভ করিবার আশায় আশায় গোপীগণ জীবন ধারণ করিয়া আছে, সেই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় কৃষ্ণাধরামৃত এই ধৃষ্ট বেণু সর্ব্বদাই পান করিতেছে! এই বেণু যদি নারী হইত, তাহা হইলে না হয় মনে করিতাম, শ্রীকৃষ্ণের নারী-মনোমোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া এই বেণু তাঁহার অধর-সুধা প্রার্থনা করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণও দয়া করিয়া তাহা দান করিয়াছেন; কিন্তু এই বেণু যে পুরুষ। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ আবার মানুষও নয়—স্থাবর, বৃক্ষজাতি!! যদি মানুষ হইত, তাহা হইলেও না হয় মনে করিতাম,

যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ ১৩৫

মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবন পাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণুর ঝুটাধর-রস, হঞা লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ ১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-চিত্তহর অধরামৃতের লোভে, লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহা পাইয়াছে! কিন্তু সখি! এই বেণুর সমস্তই যে অদ্ভুত! সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত অযোগ্য হইয়াও বেণু নিরন্তর কৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিতেছে!! আর গোপীগণ যোগ্য হইয়াও তাহা না পাইয়া তৃষ্ণায় ছট্ ফট্ করিতেছে।"

ইহা "দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং" অংশের অর্থ।

১৩৫। **যার**—যে গোপিকার। **ধন**—সম্পত্তি, ভোগ্যবস্ত, কৃষ্ণাধর-সুধা। **না কহে তারে**—তাহার নিকট বলে না; তাহার (সেই গোপিকাদের) অনুমতি না লইয়াই। **পান করে**—গোপীদের ভোগ্যবস্ত কৃষ্ণাধর-রস পান করে। **বলাৎকারে**—বলপূর্ব্বক, অনধিকার চর্চ্চা করিয়া। **পিতে**—পান করিতে করিতে। **তারে**—গোপীগণকে। **ডাকিয়া জানায়**—উচ্চস্বরে ডাকিয়া নিজের পানের কথা গোপীদিগকে জানায়।

"সখি! বেণুর কি ধৃষ্টতা! কৃষ্ণের অধর-রস গোপীদেরই ভোগ্যবস্ত, গোপীদেরই সম্পত্তি; এই বেণুর তাহাতে কোনও অধিকারই নাই; এই অবস্থায় যদি অনুমতি লইয়া বেণু ইহা পান করিত, তাহা হইলেও তাহার পক্ষে বলিবার একটা কথা থাকিত। কিন্তু এই ধৃষ্ঠ বেণু গোপীদের অনুমতি না লইয়াই, গোপীদিগকে পূর্ব্বে না জানাইয়াই বলপূর্ব্বক গোপীদেরই ভোগ্যবস্ত আস্বাদন করিতেছে। গোপীদের জিনিস চুরি করিয়া খাইতেছে, তাহাতে বরং লজ্জায় ভয়ে চুপ করিয়া থাকারই কথা; কিন্তু ধৃষ্ঠ বেণু তাহা করিতেছে না; সে বরং পান করিতে করিতে উচ্চস্বরে গোপীদিগকে ডাকিয়া জানাইতেছে—"গোপীগণ! দেখ, আমি তোমাদেরই ভোগ্য কৃষ্ণাধর-রস পান করিতেছি।"

তার তপস্যার—বেণুর তপস্যার ফল। **ইহার উচ্ছিষ্ট**—বেণুর ভুক্তাবশেষ। **মহাজনে**—মহৎজন, সাধন-ভজন-পরায়ণ ব্যক্তিগণ; মানস-গঙ্গা, কালিন্দী আদি।

"সখি! এই বেণুর তপস্যার ফলই বা কি অদ্ভুত, তাহার ভাগ্যবলই বা কি অদ্ভুত, একবার ভাবিয়া দেখ। এ তো কৃষ্ণাধর রস পান করেই, আবার মানস-গঙ্গা-কালিন্দী আদি মহাজনগণও এই বেণুর উচ্ছিষ্ট পান করিয়া থাকে।"

ইহা "যদবশিষ্টরসং" ইত্যাদি অংশের অর্থ।

১৩৬। কোন্ কোন্ মহাজন, কি কি ভাবে বেণুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন, তাহা বলিতেছেন, ছয় পয়ারে।

মানস-গঙ্গা—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতস্থ-একটী নদী; বর্ত্তমান সময়ে ইহা প্রায় হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে। **কালিন্দী**—শ্রীযমুনা। **ভুবন-পাবন নদী**—সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে পারে, এমন নদী। ভুবন-পাবন-নদী বলিয়া মানস-গঙ্গা ও কালিন্দীকে মহাজন বলা হইয়াছে। **তাতে**—মানস গঙ্গায় ও কালিন্দীতে। **ঝুটাধর-রস**—ঝুটা (উচ্ছিষ্ট) অধর-রস (কৃষ্ণের)। **বেণুর ঝুটাধর-রস**—বেণুর উচ্ছিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অধররস। বেণু শ্রীকৃষ্ণের অধরে মুখ দিয়া অধর-রস পান করিয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অধরস্থিত রস বেণুর উচ্ছিষ্ট হইয়াছে। **হঞা লোভে পরবশ**—(অধর-সুধার) লোভের বশবর্ত্তী হইয়া। **সেই কালে**—কৃষ্ণের স্নানের সময়ে। **হর্ষে করে পান**—স্নানের সময় স্বভাবতঃই অধরের সঙ্গে নদীর জলের সংযোগ হয়; কিন্তু দিব্যোন্মাদবতী গোপীর ভাবে আবিষ্ট প্রভু মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করিবার নিমিত্তই নদীর অত্যন্ত লোভ; তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন স্নান করিতে করিতে জলে মুখ ডুবায়েন, তখন নদী শ্রীকৃষ্ণের অধর হইতে বেণুর উচ্ছিষ্ট রস অত্যন্ত আনন্দের সহিত পান করিয়া থাকে।

ইহা শ্লোকস্থ "হ্রদিন্যঃ" অংশের অর্থ।

এ ত নারী রহু দূরে, বৃক্ষসব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥ ১৩৭

নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৭। **এ ত নারী**—মানস-গঙ্গা এবং কালিন্দী তো নারী, সুতরাং পুরুষরত্ন শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার লোভে বেণুর ঝুটাময় কৃষ্ণাধর-সুধাও পান করিতে পারে। মানসগঙ্গা ও কালিন্দী শব্দদ্বয় স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া উক্ত নদীদ্বয়কে নারী বলা হইয়াছে। **বৃক্ষসব তার তীরে**—মানস-গঙ্গা ও কালিন্দীর তীরে যে সমস্ত বৃক্ষ আছে। **তপ করে**—বৃক্ষসব তপস্যা করে; একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া পর-সেবা ব্রতরূপ তপস্যা করিতেছে। তপস্যা করে বলিয়া বৃক্ষসবকে মহাজন বলা হইয়াছে। **পর-উপকারী**—বৃক্ষসকল পর-উপকারী; ফল, মূল, পুষ্প, ছায়া প্রভৃতি দ্বারা বৃক্ষসকল পরের উপকার করিয়া থাকে। **নদীর শেষ রস**—যে নদীর জলে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করার সময়ে তাঁহার অধর হইতে বেণুর ঝুটা মিশ্রিত হইয়াছে, সেই নদীর (মানস-গঙ্গা ও কালিন্দীর) শেষ-রস। **শেষ-রস**—পান করার পরে যে রস অবশিষ্ট থাকে, তাহা।

নদীর শেষ-রস, যাহা নদীর জলে মিশ্রিত আছে। নদীর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই জলময়, নদীর মুখ জিহ্বাও জলই; এই জলময় মুখের দ্বারা নদী কৃষ্ণের অধর হইতে বেণুর উচ্ছিষ্ট-রস পান করিয়াছে; সুতরাং নদীর জলময় মুখে এখন বেণুর ঝুটাও আছে। নদীর নিজের ঝুটাকেই "নদীর শেষ রস" বলা হইয়াছে; ইহা এখন নদীর জলের সঙ্গেই মিশ্রিত।

মূলদ্বারে আকর্ষিয়া—বৃক্ষসব নিজেদের মূলের দ্বারা নদীর জল হইতে নদীর উচ্ছিষ্ট রস আকর্ষণ করিয়া (পান করে)। **কেনে পিয়ে**—বৃক্ষসব কেন পান করে; বৃক্ষসকল তপস্বী মহাজন; তাহারা কেন যে বেণুর উচ্ছিষ্টমিশ্রিত নদীর উচ্ছিষ্ট রস পান করে, তাহা বুঝিতে পারি না।

মহাজনগণও যে বেণুর উচ্ছিষ্ট রস গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখাইতে গিয়া দিব্যোন্মাদগ্রস্তা গোপীর ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—"মানস-গঙ্গা এবং কালিন্দী উভয়েই ভুবন-পাবনী নদী, সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিবার শক্তি ধারণ করেন; সুতরাং উভয়েই মহাজন। কৃষ্ণের অধর-সুধা বেণু নিরন্তরই পান করিতেছে; সুতরাং কৃষ্ণের অধরে নিরন্তরই বেণুর উচ্ছিষ্ট লাগিয়া রহিয়াছে; এই বেণুর উচ্ছিষ্ট অধরে লইয়া কৃষ্ণ যখন মানস-গঙ্গায় বা কালিন্দীতে স্নান করিতে থাকেন, এবং স্নান করিতে করিতে যখন নদীর জলে নিজের মুখ নিমজ্জিত করেন, তখন নদীও অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত কৃষ্ণের অধর হইতে বেণুর উচ্ছিষ্ট রস পান করিয়া থাকে—নিজের জলরূপ জিহ্বাদ্বারা। তবে মানস-গঙ্গা ও কালিন্দী স্ত্রীলোক, পুরুষরত্ন শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধার লোভ তাঁহারা হয়ত সম্বরণ করিতে পারেন নাই; তাই লোভে হতজ্ঞান হইয়া বেণুর উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণাধর-রসই হয়তো পান করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই পুরুষ বৃক্ষগুলি যাঁহারা মানস-গঙ্গা ও কালিন্দীর উভয় তীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধায় তাঁহাদের কি লোভ থাকিতে পারে? রৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ের মধ্যে অচল, অটলভাবে বারমাসই দাঁড়াইয়া তাঁহারা পত্র-পুষ্প-ফলাদি দ্বারা পরোপকার সাধন করিতেছেন, পরোপকার-ব্রতরূপ তপশ্চরণ করিতেছেন; তাঁহাদের মত সাধু আর কে আছেন। কিন্তু ইঁহারাও যে কেন মূলের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বেণুর উচ্ছিষ্টমিশ্রিত নদীর উচ্ছিষ্ট-রস নদীর জল হইতে গ্রহণ করিয়া পান করিতেছেন, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

১৩৮। নদীর শেষ-রস পান করিয়া বৃক্ষের যে অশ্রু-পুলক-হাস্যাদিরও উদয় হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছেন।

বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
ও ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যনারী।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥ ১৩৯

এতেক প্রলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা পায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥ ১৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিজাঙ্কুরে পুলকিত—বৃক্ষের অঙ্গে যে পুলকের উদয় হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছেন; বৃক্ষের গায়ে যে নূতন পত্রাদির অঙ্কুর জন্মিয়াছে, সেই অঙ্কুর-সমূহকেই গোপীভাবাবিষ্ট প্রভু বৃক্ষের পুলক বলিতেছেন। শিহরিত রোমের সঙ্গে অঙ্কুরের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই, দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু অঙ্কুরকে বৃক্ষের পুলক (রোমাঞ্চ) বলিয়া মনে করিতেছেন।

পুষ্পহাস্য বিকসিত—অধর-সুধার আস্বাদন-চমৎকারিতায় হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দের উদয় হইয়াছে, তাই বৃক্ষের মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়। বৃক্ষের উপরে অনেক পুষ্প বিকশিত হইয়াছিল, পুষ্পের প্রফুল্লতার সঙ্গে হাসির প্রফুল্লতার সাদৃশ্য আছে বলিয়া দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু বৃক্ষের পুষ্প-সমূহকেই বৃক্ষের হাস্য বলিয়া মনে করিলেন। পুষ্পরূপ হাস্য—পুষ্পহাস্য।

মধু-মিষে—মধুর ছলে। **অশ্রুধার**—নয়নজলের ধারা।

মধুমিষে ইত্যাদি—অধর সুধাপান-জনিত আনন্দাতিশয্যে বৃক্ষের চক্ষুতে যে আনন্দাশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে, তাহা দেখাইতেছেন। বৃক্ষের উপরিস্থিত প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহ হইতে মধু-ক্ষরণ হইতেছে; কিন্তু দিব্যোন্মাদ-গ্রস্ত প্রভু মনে করিলেন, বৃক্ষসমূহ আনন্দাতিশয্যবশতঃ অশ্রুবর্ষণই করিতেছে।

ইহা "হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো" অংশের অর্থ।

"বৃক্ষগণ যে নদীর জলের সঙ্গগতিকে বেণুর উচ্ছিষ্টরস পান করিয়াছে, তাহা নহে; উহা পান করার নিমিত্ত তাহাদের খুব বলবতী উৎকণ্ঠা আছে বলিয়াও স্পষ্ট বুঝা যায়; কারণ, ইহা পান করিয়া তাহারা নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করে,—এত আনন্দ অনুভব করে যে, তাহাদের দেহে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবেরও উদয় হইয়া থাকে।

বেণুকে মানি নিজজাতি—বৃক্ষগণ বেণুকে নিজজাতি (স্বজাতি) মনে করিয়া। বাঁশ হইতে বেণুর উৎপত্তি; বাঁশ এক রকম বৃক্ষ; সুতরাং বেণু বৃক্ষগণের স্বজাতীয়।

আর্য্যের—বংশের বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের।

পুত্রনাতি—পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রাদি।

আনন্দ-বিকার—আন্তরিক আনন্দানুভবের বাহ্যিক বিকাশের চিহ্ন; অশ্রু-কম্পাদি।

বৈষ্ণব হইলে ইত্যাদি—বংশে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিলে পিতৃপিতামহাদির অত্যন্ত আনন্দ হয়; কারণ, তাহার ভজনের গুণে তাঁহারা উদ্ধার পাইতে পারিবেন। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ম্ ॥—পদ্মপুরাণ।"

"বেণুও স্থাবর, বৃক্ষও স্থাবর, বেণু আবার বৃক্ষজাতি; তাই মানস-গঙ্গা ও কালিন্দীতীরস্থ বৃক্ষগণ বেণুকে তাহাদের স্বজাতি বলিয়া মনে করে; এবং বংশে একজন বৈষ্ণব হইলে পিতৃপিতামহাদির যেমন অপার আনন্দের উদয় হয়, তদ্রূপ বৃক্ষদের স্বজাতীয় বেণু কৃষ্ণের দুর্ল্লভ অধর-রস পান করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া সমস্ত বৃক্ষই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে।"

১৩৯। বেণুর তপ জানি যবে—কোন্ তপস্যার ফলে বেণু এমন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহা যদি জানিতে পারিতাম। **সেই তপ করি তবে**—তাহা হইলে আমরাও সেই তপস্যা করিতাম। **ও ত**—ঐ বেণু তো। **অযোগ্য**—একে স্থাবর, তাতে আবার পুরুষ; এসমস্ত কারণে বেণু কৃষ্ণাধর-সুধাপানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। **আমরা**

স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি, করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৪১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালি-দাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যোগ্য নারী—আমরা নারী, তাতে আবার কৃষ্ণেরই স্বজাতীয়া গোপনারী; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে আমরাই অধিকারিণী, আমরাই অধর-রস পান করার যোগ্য।

ধ্বনি এই যে, "অযোগ্য বেণু যে তপস্যা দ্বারা দুর্ল্লভ কৃষ্ণাধর-রস পাইয়াছে, যোগ্যা আমরা যদি সেই তপস্যার অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই—বরং বেণু অপেক্ষাও সহজেই—সেই অধর-রস লাভ করিতে পারিব।" **যা না পাঞা**—যে কৃষ্ণাধর-রস না পাইয়া। **অযোগ্য**—বেণু। **পিয়ে**—পান করে। **তাহা লাগি**—সেই অধর-রস পাওয়ার নিমিত্ত এবং তাহার অপ্রাপ্তি-জনিত অসহ্য দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত। **তপস্যা**—কোন্ তপস্যায় সেই কৃষ্ণাধর-রস পাওয়া যাইতে পারে, তাহা বিচার করি।

এস্থলে বেণুর প্রতি ঈর্ষ্যা ও অসূয়া প্রকাশ পাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন "ইহোঁ ব্রজেন্দ্র-নন্দন" ইত্যাদি প্রলাপ-বাক্যটী চিত্রজল্পের অন্তর্গত প্রতিজল্পের উদাহরণ। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ, ইহাতে চিত্রজল্পের সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। চিত্র-জল্পের সাধারণ লক্ষণ এই যে, ইহাতে (ক) মহাবিরহ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের কোনও সুহৃৎ নিকটে উপস্থিত থাকিবেন,—"প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে"--এই কৃষ্ণসুহৃৎকে লক্ষ্য করিয়াই চিত্রজল্পের কথাগুলি বলা হয়; (খ) কৃষ্ণের প্রতি গূঢ়-রোষ প্রকাশ পাইবে—"গূঢ়-রোষাভিজৃম্ভিতঃ"। কিন্তু আলোচ্য প্রলাপের সময়ে কোনও কৃষ্ণ-সুহৃৎই উপস্থিত ছিলেন না; এই প্রলাপ-বাক্যে কৃষ্ণের প্রতি কোনওরূপ রোষও প্রকাশ পায় নাই। এই প্রলাপবাক্যে প্রতিজল্পের লক্ষণ আছে কিনা দেখা যাউক। প্রতিজল্পের লক্ষণ এইরূপঃ—"দুস্ত্যজদ্বন্দ্ব ভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতম্। দূত-সম্মাননেনোক্তং যত্র সঃ প্রতিজল্পকঃ।—উঃ নীঃ স্থাঃ ১৫২।"

অন্যরমণীর সঙ্গত্যাগ (দ্বন্দ্বভাব) যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দুস্ত্যজ্য, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি (কৃষ্ণের সহিত মিলন) যে অনুচিত, তাহাই প্রতিজল্পে ব্যক্ত হয়; আর ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত দূতের প্রতিও সম্মান-প্রদর্শিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বেণুকে সর্ব্বদা নিজের অধরামৃত দান করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দুস্ত্যজ দ্বন্দ্বভাব প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের মিলন যে অনুচিত, একথা এই প্রলাপের কোথাও প্রকাশ পায় নাই; বরং বেণুর নিত্য কৃষ্ণাধরামৃত পান করা সত্ত্বেও কৃষ্ণাধরামৃত লাভের নিমিত্ত গোপীগণ যে তপস্যা করিতেও উৎকণ্ঠিতা, ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে—ইহা কৃষ্ণ-মিলনের অনৌচিত্যের বিপরীত ভাব। এই প্রলাপে দূতের কোনও আভাসই নাই; সুতরাং দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা উঠিতেই পারে না।

যাহা হউক, এই প্রলাপে প্রতিজল্পের বিশেস লক্ষণ যদিও থাকিত, তাহা হইলেও, ইহাতে চিত্রজল্পের সাধারণ-লক্ষণ নাই বলিয়া, ইহা প্রতিজল্প হইত না। ইহা দিব্যোন্মাদ-জনিত-প্রেম-বৈবশ্যের বাচনিক অভিব্যক্তির একটা বিভেদ মাত্র।

—o—